তিলোত্তমা

জহুরুল আলম

আনন্দধারা

তিলোত্তমা

জহুরুল আলম

স্বত্ব: লেখক

প্রথম প্রকাশ

পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক

আনন্দধারা
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৬৪৩২৯১৪৯৬

পরিবেশক

গতিধারা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৭০৩৩৭৮৭৯৬
e-mail : gatidhara@gmail.com
website : www.gatidhara.com

প্রচ্ছদ

কম্পিউটার কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ

মা প্রিন্টার্স

আনন্দধারা
(ISBN: 978-984-8944-53-3)
মূল্য: ৩৫০ টাকা (বাংলাদেশ), ৩০০ রুপি (ভারত), 15 USD (International)

সূচিপত্র

আকাশজুড়ে আঁখি



প্রতি সাঁঝে দেখি, তুমি আকাশে মেলেছ আঁখি,
আকাশ হতে সে আঁখির ভালোবাসা নিয়ে আসি,
তারপর সারারাত লব্ধ ভালোবাসায়
কত চিঠি তোমারে লিখি!
তোমার অর্ঘ্য তুমি দূর হতে দিয়ে যাও
আকাশজুড়ে মেলে আঁখি।

এখন মোদের শুধু অস্পর্শ ভালোবাসা,
সুনিবিড়ে পাওয়ার কতনা প্রত্যাশা!
মূর্ততায় টানার অমিত দুরাশায়
ফুলের বাসর গড়ে যাই,
বিরহ-দহনে ফুল কালো হয়ে ঝরে পড়ে,
তবুও তোমারে যেচে যাই!

সেথায় গগনপাড়ে অপার বিরহধারে
রয়ে গেলে দূর মহাকালে,
সেপাড় হতে সতত আমারে দেখার ছলে
প্রতি সাঁঝে আঁখি দাও মেলে!

তারিখ: ৩০.১২.২০২৪

আমার অষ্টাদশী

তেমনি রয়ে গেলে সেদিন যেমন ছিলে
শুরুর প্রহরে বাহুডোরে,
সাঁঝের দীপের তলে, রাতের অন্তরালে,
ঘুঘুডাকা নীরব দুপুরে।

যখন প্রথম দেখা, অষ্টাদশী তুমি
কুটীরে এসেছিলে একা,
আমার সকল দায় সেদিন হতে তোমার,
মিশে গেল দু'টি পথরেখা।

পরের ইতিহাস শুধুই ভালোবাসার,
মিলনের মাঝখানে যতিরেখা নাই আর,
সময় অসময় না ছিলো কাছে টানার,
তুমি সদা আছিলে আমার,
তোমারে সঙ্গে নিয়ে জীবনের পথে পথে
শুধু ফুল ফুটিয়ে যাবার।

এতটি প্রহর গেল, হৃদয় যেমন ছিলো,
তেমনি অনুরাগে সতত রয়ে গেল,
কোন প্রলয় ধারে বাঁধন না টুটে গেল,
শ্রাবণ তো এলো গেল,
অঝোর বরিষণেও প্রেমের ফাল্গুনী
অবিরত বেজে গেল।

এখনো বধু তুমি আমার সে অষ্টাদশী,
তেমনি তোমায় ভালোবাসি,
তেমন করেই তোমায় সারাক্ষণ চেয়ে যাই-
তোমার প্রেমের প্রত্যাশী!

তারিখ: ২৭.১১.২০২৪

কুন্ঠিতা সন্ধ্যাতারা

তোমার আকাশে আমি নীরব সন্ধ্যাতারা
উঁকি দিয়ে আঁধারে মিলাই,
প্রতি সাঁঝে আগমিতা, কতনা কুন্ঠিতা!
তোমার পানে চেয়ে রই।

তোমার গগনজুড়ে অগনিত তারা হাসে,
সারাটি রজনী ওরা তোমায় ভালোবাসে,
তুমিও সারা নিশি কাটাও কত প্রহর
আলোছায় ওদের সনে,
তোমার এত প্রেম ভুবনে-মহাকাশে
শুধু দেখি প্রান্ত্য প্রাণে।

আমিতো সাঁঝের দীপ জ্বালাই গগনপাড়ে
তোমার দিবাকর যখন অস্তাচলে,
রবি-শশীহীন সেই আঁধার প্রহরে তুমি
তাকালেনা গগনপাড়ে
আমার মুখের পানে একটু অনুরাগে
শুধু মোরে হৃদয়ে ধরে!

তোমার আনন্দলোকে এনেছিলে কোনকালে
শুধুই সন্ধ্যা দীপ জ্বালাতে গগনভালে?
সারাটি জনম মোরে পোড়াতে বিরহানলে
কত অবহেলাভারে!
আমি সন্ধ্যায় চেয়ে রই, প্রভাতে আবার আসি
ফিরে যেতে অশ্রুধারে!

তারিখ: ২৩.১১.২০২৪

তবুও তোমার আমি

ছবি হয়ে রয়ে যাবো তোমার খোলা পাতায়,
তোমার মনের জানালায়,
তোমার তনুরেখার সব শাখায় শাখায়
ঝড় হবো বিমূর্ততায়।

তখনো আমারে যদি চিনতে না পার, তবে
সুর হয়ে বেজে যাবো তোমার বীণার তারে,
তোমার হৃদয়ের কাহিনী-কাব্য হয়ে
আসবো ফিরে বারে বারে,
তোমার ফাগুনের উতল পবন হয়ে
বয়ে যাবো তোমারে ঘিরে।

আড়ালে ছিলেম সারা জন্ম-জন্মান্তরে,
প্রাচীর দাঁড়িয়েছিলো সারাটি জীবনজুড়ে,
শুধুই কাব্যমাঝে কবিতার ছদ্মবেশে
তোমার ভুবনে আগমন,
সেথায় শতরাগে শত কথা গান হলো,
সেভাবেই মোর বিচরণ!

তোমার সুনীলজুড়ে মেঘের আঁধার দেশে
ধারাপাতে তোমার আমি,
সে ধারায় স্নান করে বিদায় জানালে কেন,
কেন গেয়ে গেলে সমাপনী!

কেমনে রুধে দিবে দিবসের আগমন,
কেমনে বন্ধ হবে ফাগুনের প্রত্যর্পণ!
স্তব্ধতায় কেমনে রয়ে যাবে প্রব্রজন
ভূমিতে-আকাশে-নির্ঝরে?
আমার রয়ে যাওয়া তোমার সঙ্গে তুমি
থামাবে কেমন করে?

তারিখ: ১৮.১০.২০২৪

যখন অন্ধকার

অজ্ঞতার অন্ধকারে নির্বিকারে বাস করে
অহমিকার হুঙ্কার দিয়ে যাও নির্বিচারে,
আলোর জগৎ হতে নিজেরে সরিয়ে তোমার
বিচরণ আঁধার ভুবনে,
অপার জলধি ফেলে নিজেরে রেখে দিলে
পূতিময় ডোবায় গাহনে।

জন্মাবধি তোমার না ছিলো ইতিহাস,
বর্তমানের প্রকোষ্ঠে নিয়ত বসবাস,
উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভবিতব্য অন্ধকারে
অদেখা অজানা মননে,
সরীসৃপের মত ক্লেদাক্ত বর্জ্যতায়
রয়ে গেলে অবগাহনে!

এহেন তোমার তরে ভুবন গেলাম গড়ে
জীবনের শত সাধ আঁধারে দীর্ণ করে,
সুখের নিবাসে তুমি রয়ে যাবে সুন্দরে,
এটুকুই শুধু প্রত্যাশা
সকল ত্যাগে আমার কত অনুরাগে ভরা
কর্ম-যুদ্ধ-ভালোবাসা!

বর্তমান যখন উদ্দেশ্যবিহীনতায়,
ইতিহাস যখন অগোচরে লীনতায়,
ভবিষ্যৎ যখন লুপ্ত অজ্ঞানতায়,
অর্থ কী টিকে থাকার!
তোমার এ বর্তমান হবেই ইতিহাস
অজান্তে ভুলে যাবার!

তখন পৃথিবীর বর্জ্যভূমে তোমার
নিবাস হবে জেনো, ইতিহাস ফিরিবার,
অন্যথা কোথাও কভু ভুবনে না হবার,
তুমি সেই আঁস্তাকুড়ে
পড়ে রবে অন্ধকারে, অর্জনগুলো পিতার
ত্যজিলে যে অহঙ্কারে!

তারিখ: ২৪.০৮.২৪

স্রষ্টা তোমাতে বিরাজে

কণ্ঠনালী তোমার হৃদয়ের যত কাছে,
স্রষ্টা তার চেয়ে আরো কাছে রয়ে গেছে,
বৃথাই স্রষ্টা হতে প্রচেষ্টা পালাবার
কর্মে-ধর্মে-দেহে-প্রাণে,
তোমার মনন আর কার্যকারণ সবই
পূর্বাহ্নে বিধাতা জানে।

ন্যায় অন্যায় বোধশক্তি অনেকখানি
বিবেকে তোমার ত্রাতা দিলেন মানব মানি,
পার্থিব বিচরণে প্রাপ্ত বিবেক দিয়ে
বুঝে নিও মন্দ-ভালো,
সঠিক চেতনা তোমায় সঠিক পথের দিশা
দিবে যবে অমানিশা কালো।

মহান বিধাতারে নিজের করে পাবার,
তার লাগি সংসার ত্যাগ করে বার বার
খুঁজে নেয়া অজানায় দুর্গম পাহাড়,
আছে কি কোন প্রয়োজন?
মহান বিশ্বপিতার বেষ্টনে রয়ে গেছে
তোমার সকল আয়োজন!

সৃষ্টিরে ভালোবেসে স্রষ্টারে নাও খুঁজে,
সৎ কর্ম মাঝে বিধাতারে নাও বুঝে,
তোমার মাঝে স্রষ্টা সবার আগে বিরাজে,
কর্ম-ধর্ম নেয় বুঝে,
ন্যায়ের পথ ধরে সকল প্রহরে তুমি
মহাবিধাতারে নিও খুঁজে।

তারিখ: ০২.১০.২০২৪

বিভ্রান্ত কথন



সব কিছু মুছে ফেলে শূণ্য হলাম আজ,
মুক্ত প্রাণে বিচরণ,
সারা জনমের তরে অজানা ভুবনজুড়ে,
প্রান্ত্য ভ্রান্ত প্রব্রজন।

নাই কোন পিছুটান, না আছে আহ্বান,
নাই শুনে যাবার সেই অতি পুরাতন গান,
না আছে অশ্রুধার ভালোবেসে থামাবার,
অকারণে খুশি হবার,
তিরোহিত হলো আজ সব মান-অভিমান,
সময় না ফিরে আসার।

মুক্তি চেয়েছি সব 'অকারণ' মায়া হতে,
নিজেরে নিজেতে রেখে অজানায় উড়ে যেতে,
প্রেমের অর্ঘ্যধারে আবার না ভেসে যেতে,
আবার না কারে ভাসাতে,
চিনেছি নিজেরে শুধু নিজের মতন করে,
পরিহাস অশ্রুপাতে!

ভালোবাসার বাঁধনে জড়ানো অকারণে,
বৃথাই রয়ে যাওয়া হৃদয়ের বন্ধনে,
নিজেরে না দেখে কেন আর কারেও দেখা,
উড়ে যেতে পারা যবে একা,
আর জনার তরে কেন ফিরে আসা নীড়ে,
মুক্ত যবে পথরেখা!

বিভ্রান্ত প্রাণের মাঝে ভ্রান্তি বিরাজে শত,
ভুলের প্রপাতে হীন চেতনা অবিরত,
জীবনের বন্ধনে হৃদয়ের স্পন্দনে
সেথায় বিমুক্ত হৃদয়,
অতল প্রপাতে বসে আবদ্ধ খোলসমাঝে
হৃদয় বিমুক্ত কভু নয়।

তারিখ: ০৩.১১.২০২৪



ভালোবেসেছিলে তবু মোরে



সময় হয়নি মোর দু’পথ পাড়ি দিয়ে
তোমারে আবার দেখার,
সকল যাতনা সয়ে বিরহের প্রান্তরে
চেয়ে গেছ মোরে বার বার।

বিশাল ভুবনে মোর হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া,
কোন তাড়নার বশে কোথায় কী’বা পাওয়া?
তুমি যে আছিলে কভু স্মরণে না রেখে শুধু
মরীচিকা পানে ছুটে চলা,
যাবার কালে তাই শুধুই চলে যাওয়া,
রেখে যাওয়া শুধু অবহেলা!

অনেক বসন্ত মোর কেটেছে তোমারে ছাড়া,
উপহার দিয়ে গেছি শুধুই শ্রাবণধারা,
যাতনার উপহার তবুও দিয়েছ রেখে
বার বার পরশ পেতে,
অঝোর ধারার তলে বাঁকা পথ গেল চলে
অজানা অচেনা প্রপাতে।

কতবার লিখে গেছ শুধুই আমার নাম,
কতবার গেয়ে গেলে আমার তরে সে গান,
যে গান রচেছি মোরা যখন পূর্ণতায়
দু'জনা দোঁহারে কাছে পাওয়া,
কতনা নিবিড় করে শক্ত বাঁধনে ধরে
দু'জনার ভালোবেসে যাওয়া!

চিঠির ছত্রে ছত্রে কতবার গেছ লিখে,
এখনো প্রতীক্ষ্য রয়েছ,
সারাটি বিরহকাল সে কথাই বলে গেলে
আমারই তুমি রয়ে গেছ।

আঁধার ভুবন ছেড়ে আলোর দেশের পাড়ে
যবে তুমি চলে গেলে তখনো কি মোরে স্মরে
প্রাণের অতল হতে কেবলি গিয়েছ বলে
প্রতীক্ষ্য কেবলি মোর তরে?
শেষবারের তরে চেয়েছ বলে যেতে
ভালোবাস তবুও মোরে!

আজ যবে শেষ হলো সকল পথের চলা,
যখন সন্ধ্যাকাশে দু:খী তারার মেলা,
রিক্ত সিক্ততায় তোমার চলে যাওয়া,
সময় হয়েছে আমার
দু'পথ পাড়ি দিয়ে তোমার কাছে আসার,
শেষবার তোমারে দেখার!

তারিখ: ২৭.০৮.২০২৪

ভিজে নিও আমার বাদলে



আমার ইচ্ছেগুলো রঙ্গীন মেঘ হয়ে
উড়ে যাক তোমার আকাশে,
সেথায় কথা হয়ে ভেসে থাকুক ওরা,
পড়ে নিও কোন অবকাশে।

যদি না চাও সে পানে অভিমানের কালে,
দাঁড়িয়ে রবে সবে তোমার সে দিগভালে,
প্রলয় বয়ে যাবে, সূর্য পোড়াবে, তবু
চিঠি হয়ে দাঁড়িয়ে রবে,
তোমারে পাবার তরে শেষ প্রহরে সবে
আঙ্গিনাপাড়ে ঝরে যাবে।

সকল আভরণ, সকল বাঁধন ফেলে
ভিজে নিও আমার বাদলে,
গভীর পরশে তোমার অভিমান ভেঙ্গে দিতে
রয়ে যাবো তোমার আঁচলে।

একটুখানি আমার হৃদয়ের বারিধার
যতনে রেখে দিও আঁচলতলে তোমার,
প্রাণের সুধাধারে সিক্ত সে আঁচলে তুমি
মুছে ফেলো শত অভিমান,
রাঙ্গাতে তোমায় আরো শতবার ঝরে যাবো,
গেয়ে যাবো বাদলের গান।

তারিখ: ০৬.০৯.২০২৪

ভুবন ধসে যায়

আকাশজুড়ে ঘনঘটা ছায়
প্রলয়ের আগমনী কি শোনায়?
যতবার নীড় গড়ে তোলা হায়,
প্রপাতে ধসে যায়,
কাননজুড়ে ধ্বংশলীলায়
নবকলি মুছে যায়।

মহাবৃক্ষ দাঁড়িয়ে সেথায়
শাখা বিস্তারি একা যুঝে যায়,
লতা-পাতা-ফুল, যে আছে যেথায়
লুকায় বৃক্ষছায়,
মহা প্রলয়ের ধ্বংশলীলায়
ভুবন ধসে যায়।

তরুর সারি যত বনপাড়ে
শাখা বিস্তারি প্রলয়ধারে
দাঁড়াতো যদি বক্ষ পেতে
প্রলয় রুধে দিতে,
একতাবদ্ধ সেই সে শক্তি
জিতে যেতো সম্পাতে।

তারিখ: ২৫.০৮.২৪

ভুলের বৃত্তমাঝে

ভুলের চক্রাবর্তে যখন পরিক্রমা,
ফিরে ফিরে আসা সেথা চলার শুরু যেথা,
চিরকাল বন্দী থাকা শুরুর শৃঙ্খলে
অলব্ধতার চক্রমাঝে,
আবদ্ধ চেতনায় শুদ্ধ পথ রুদ্ধ করে
ফিরে চলা ভ্রান্তিমাঝে।

ভ্রান্ত চক্রাবর্তে যতবার ঘুরে মরা
শাশ্বত আলোকমালা অধরা রয়ে যাওয়া,
পুরোনো অশুদ্ধতায় নুতন শুরু কোথা?
জড়া-জীর্ণতা নবসাজে,
ভ্রান্ত পথরেখা বিভ্রান্তির পথে টানে,
নবালোক সেথা না বিরাজে!

তৃষিত হৃদয় নিয়ে তৃষ্ণা নিবারিতে
মরীচিকার অন্বেষে তপ্ত মরুর দেশে
ছুটে চলা অকারণ, সেথায় আছে মরণ,
তৃষ্ণা দু:স্বপ্নে মেটেনা,
ক্ষুধার রাজ্যে বসে আকাশ কুসুম রচে,
আহার্য কখনো জোটেনা।

তারিখ: ০১.০১.২০২৫

মশাল ফেলোনা ছুঁড়ে



পরিবর্তন হোক সমুখপানে যাবার,
সত্য পথের দিশা সতত খুঁজে পাবার,
শাশ্বত যে সত্য সকল যুগে যুগে,
সুন্দর প্রকাশে-বিজনে,
শাশ্বত সুন্দর হৃদয়ে লালন করে
ছুটে চল সমুখপানে।

নুতন আসেনা কভু পুরাতন বিহনে,
পুরাতনের বক্ষে নুতন আগমনে,
যা কিছু অর্জন কভুও না বর্জন-
সংহত কর অনুক্ষণ,
ছুঁড়ে ফেলে দাও যত আঁধার কালিমা পথে,
সত্য সুন্দর, স্বাগতম!

পুরাতন সুন্দর ধারণী নিরন্তর
নব আলোকমালা জ্বলুক শত প্রহর,
প্রদীপ ভেঙ্গে দিয়ে, মশাল ছুঁড়ে ফেলে
পথ চিনে নেয়া কেমনে?
পুরাতনের বক্ষে নুতন জন্ম নেয়-
নব সুন্দর আগমনে।

আলোর মশাল জ্বেলে যদি পথ চিনে নিলে,
নুতন পরিক্রমার নব আলো জ্বেলে দিলে,
আলোকিত সে ভুবনে শাশ্বত সত্য কভু
পুড়িয়ে থেকোনা নি:স্বতায়,
নুতনের আগমন যেন না হয় দহন
পোড়াতে ভুবন হীনতায়!

তারিখ: ১৮.০৮.২০২৪

মহাবৃক্ষ পিতা আমার



নশ্বরতার ওপাড়ে প্রশান্ত সায়রপাড়ে
দেখি মহাতরু দাঁড়িয়ে-
এই সেই মহাবৃক্ষ, বিশাল বক্ষ যার
সবারে ধারিতো প্রলয়ে।

যতবার ঝড় এলো ভুবন এলোমেলো,
মহীরুহ ঋজু দাঁড়িয়ে
সব শাখা বিস্তারী সবারে পাঁজরে ধারী
দাঁড়াতো বক্ষ পেতে দিয়ে!

প্রলয় আঘাত যত রুধে দিয়ে অবিরত
বৃক্ষ আবার দাঁড়াতো,
উচ্চ গগনে শির, সুবলিত সুস্থির-
অদৃশ্য শোনিতে নিয়ত।

সবারে রক্ষা করে আপন শক্তিভারে
কখনো যাতনায় ভাসেনি অশ্রুধারে,
শত জ্বালা অবিরত সয়ে গেছে হেলাভরে
প্রলয়ে-দহনে-আঁধারে,
আঁখিধার বহাবার সময় ছিলোনা তার
মহাবৃক্ষ-পিতা আমার!

আজিও টেনে নিলো বিশাল বক্ষে তার
সর্বসহা পিতা আমার,
পরম আশীর্বাদে আপ্লুতে বার বার
প্রশান্তি বহালো লক্ষবার!

না দেখা কভুও কার, না দেখা কভু আমার
দু:খ কখনো কোন হৃদয় মাঝারে তার,
কোন শোক কোনদিন হৃদয়ে ছিলোনা তার?
সব সয়ে গেছে বার বার,
বহু যুগের শেষে অসীমতার এ প্রান্তে
দৃঢ় ঋজু পিতা আমার।

তারিখ: ১৫ ০৬.২০২৪

লাঞ্ছিত মোর ইতিহাস

এতটি প্রহর তবে ছিলাম অন্ধকারে!
বোকার স্বর্গে বাস ভুলের পাহাড়চূড়ে,
কেউ তো বলেনি কভু আঁধারে না রয়ে
এসো আলোকিত এই ভুবনে,
আমরা জ্বেলেছি আলোর মশাল ভুবনজুড়ে,
এসো এই মহামিলনে।

আঁধার ভুবনে মোর তারা ছিলো অগনন,
দিবস প্রহরে রবির কালোতে পরিক্রমন,
সকলি আলোকিত ভ্রমেছি অনুক্ষণ,
কালো ছিলো পূর্ণ শশী,
এতটি বছরপর আলোয় ভুবন মোর
জ্বলে পুড়ে যায় প্রতিক্ষণ!

তারার মত যাদের দেখেছি মহাকাশে,
শশী হয়ে একদা ছিলো যে গগনভালে,
দুরন্ত রবি যারে ভ্রমেছি দিগভালে,
সকলি কি ছিলো পরিহাস!
এখন আলোর মেলা ভুবনজুড়ে আমার-
লাঞ্ছিত মোর ইতিহাস!

১৫.০৮.২০২৪

লক্ষ তিরিশজন



আমরা তিরিশজন ছিলাম একসাথে
রাইফেল, স্টেনগান, গ্রেনেড নিয়ে হাতে,
কখনো বনের মাঝে নরম কাদার পথে,
কখনো তুমুল প্রপাতে,
হানাদার, রাজাকার, দেশি কুলাঙ্গার
নির্বংশ করে যেতে।

এমন তিরিশজন আরো লক্ষ ছিলো,
নীড়ের মায়া ছেড়ে যুদ্ধে নেমেছিলো,
বাংলার সব বনে, নদীতে, পাহাড়কোলে-
সবার প্রাণে জাগ্রত
স্বাধীনতার শিখা দীপ্ত শোনিতে লিখা,
ত্যাগের আলোকে উদ্ভাসিত!

সবাই ফিরেনি ঘরে, কত দেহ আছে পড়ে!
লক্ষ প্রাণ পড়েছে ঝরে
প্রদীপ্ত শিখা হয়ে মহাকালের কোলে,
একটু তাঁদের যেও স্মরে!

অর্থ-বিত্ত তাঁদের টানেনি রণাঙ্গনে,
স্বাধীনতার বাণী গাঁথা আছিলো প্রাণে,
মুক্তির স্লোগানে গগন বিদারী সবে
ভেসেছে শোনিতবানে,
নতুন প্রজন্ম, লাল সবুজ পতাকা পেলে,
মুক্তিবাহিনী রেখো মনে।

কিছুই চায়নি তাঁরা, স্বাধীনতা ছাড়া,
কোন কুচক্র তাঁদের করেনি পথহারা,
মুক্তির জয়গানে জীবন দিয়েছে তাঁরা-
আলোর মশাল জ্বালাতে,
একটু সময় নিয়ে ভেবো তাঁদের কথা,
রেখে দিও স্মৃতির পরতে।

তারিখ ২৬.০৭.২০২৪

শ্রেষ্ঠ সন্তান

বজ্রকন্ঠ আর স্বাধীনতার বাণী
শুনিয়ে বাঙালিরে মুক্তি দিলে আনি,
শত নিপীড়ন-ভয় তোমারে করেনি জয়,
তুমি বিজয়ী হে সুমহান,
বাংলা মা'য়ের কোলে হাজার বছরে তুমি
মা'য়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

দীর্ণ করার তরে বক্ষ মেলে দিলে,
বিদীর্ণ বক্ষে তোমার রক্ত-জবা ফোটালে,
সে ফুল জ্বলে গেল কোটি বাঙালির প্রাণে
শাশ্বত প্রদীপ হয়ে,
সে মশাল জ্বলে যাবে চিরকালের তরে
কোটি বাঙালির হৃদয়ে।

তারিখ: ১৫.০৮.২০২৩

অপূর্ণতা

পৃথিবীর কাছে মোর একটুখানি চাওয়া
দিও গো একটু ভালোবাসা,
জীবনের পলে পলে পাওয়া না পাওয়ার ছলে
অপূর্ণ ক্ষুদ্র সে আশা।

ধন-মান-খ্যাতি যত, সকলি অবিরত
মুঠোয়, না জানা পরাজয়,
বিজয়ের শত ধ্বজা উড়িয়ে ফিরেছি কত
জীবনজুড়ে বিশ্বময়।

সতত সকলে এলো, আভূমি নত হলো,
যা কিছু নেয়ার নিয়ে গেলো,
গোচরে কারোর নেয়া, কারো অগোচরে নেওয়া,
কভু কেউ কণা না ফেরালো।

যার যা পাওয়ার পেলো, তারপর ভুলে গেল,
পিছুপানে ফিরে না তাকালো,
কভুও নিকটে এসে একটু ভালোবেসে
দু'টি কথা কেন না শোনালো!

যবে পথমাঝে দেখা, সতত আনন্দ মাখা,
আনত আছিলো সবজনা,
যখনই পিছনে রওয়া ভালোবাসা ভুলে যাওয়া
অজান্তে আঘাত হানা।

পাওয়ার পরক্ষণে কেন সবই ভুলে যাওয়া?
সকলি লাভ করা, তবু অস্বীকার করা!
যত বেশী আহরণ, আরো বেশী প্রয়োজন,
ফের আরো বেশি চেয়ে যাওয়া,
যদি গো পেলেই সবই একটু মননে রেখো,
পরক্ষণে কেন ভুলে যাওয়া!

সকল পরিতাপে, সকল পরিহাসে
সকলেরে শুধু পরানে ভালোবেসে,
অপ্রাপ্তি ভুলে গিয়ে সরল বিশ্বাসে
সবারে কেবলি কাছে টানা,
আমার ভালোবাসার সুধায় সবারে রেখে
যা কিছু রচিত দিয়ে যাওয়া।

খ্যাতির শীর্ষে তুমি গিরিচূড়ায় বসে,
তবু কেন গিরি পাদদেশে?
ভালোবাসা-প্রেমহীন জীবন তোমার তরে
ভুবনে বিচরা দীর্ঘশ্বাসে।

তারিখ: ১৪.১০.২০২১

কুহেলিকা

শারদপ্রান্তে প্রশান্ত বায়
কুহেলিকা ঘন ছায়
কে'গো এলে তুমি সলাজে দাঁড়ালে
আলোক-আঁধারিমায়!

আমার নয়নে চেয়ে কী মনে
গোধূলির অবেলায়?
তোমার বনে অলি গুঞ্জনে,
ফাগুন যে বয়ে যায়!

চাও নিজপানে আপন ভুবনে,
সেথা যে ফাগুন ধায়,
তোমার সনে আকুলিত গানে
তোমারেই গেয়ে যায়।

তুমি অনুপমা, কেন আছ চেয়ে
আমাতে কুহেলিকায়?
আমার এ পাড়ে কুহেলিকাধারে
শরত যে বয়ে যায়!

তারিখ: ০৪.০৮.২০২১

ঊর্বশী

মোর কাননের যত ফুল ছিলো,
যত কলি চেয়েছিলো,
বনে বনে মোর যত পাখি ছিলো,
যত অলি গেয়েছিলো;

সকল সুরভি, সব কলতান,
শত বিহঙ্গের প্রাণহরা গান,
ঝর্ণাধারার আকুলিত বান,
সবই নিষ্প্রভ হলো;
তব আগমনে ভুবন আমার
তোমাতে বিলীন হলো!

কত আকুলতা প্রাণে বয়ে যাওয়া!
কত মরমে মরে পড়ে রওয়া!
তোমারে যে মোর কাছে না পাওয়া,
হৃদয় কুহরে ফিরে;
মোর ভাবনার সকল পাখিরা
উড়িছে তোমারে ঘিরে।

তব কুন্তলের এতটুকু ছায়া
আমার প্রাণে বহায় কী মায়া!
হাসিতে তোমার একী মাধুরিমা,
প্লাবিত তাপিত প্রাণ,
তোমার তরে আকুলিত হিয়া
কুহরিত অবিরাম!

তোমার বারতা কত অনুরাগে
বাজিছে সোহাগে-বেহাগে,
তুমি কাছে এলে, ফাগুন বহালে
আমার শুষ্ক ভাগে।

তুমিও কি সখী এমনি ব্যাকুলা
কেবলি আমারি তরে?
মোরে দেখে যেতে, আরো কাছে পেতে
পরান কুহরে মরে?

ফাগুন সমীর যবে না রবে,
যবে নির্ঝর না বয়ে যাবে,
বিহঙ্গকুল রবে নীরবে,
মধুপ না গুঞ্জনে;
পাতা ঝরার ধারে শুধু মর্মরে
দীর্ঘশ্বাস বনে বনে।

তখনো কি বধু রইবে তুমি
কেবলি আমারি সনে?
গেয়ে যাবে সদা ফাগুনের গান
চেয়ে চেয়ে মোর পানে?

সে বাহুলতা যা সদা রয়
আমারেই আবৃত করে,
সে আকুলতা কি জনম জনম,
রয়ে যাবে মোর তরে?

তখন ফাগুন বিহনে, শ্রাবণে
অথবা শীতে-হেমন্তে,
অথবা শুভ্র শ্বেত-প্রবাহে
শরতের প্রভাতে;

তুমি পরানের দীপাবলী হয়ে
রয়ে যাবে মোর সাথে?
মোর ভুবন না রবে আঁধারে
শ্রাবণে, সাঁঝে-নিশীথে!

ঊর্বশী, তুমি মোরে ভালোবাসি
আকুলে আমারে ধারণি
প্রেমসুধা মোরে দানিবে সদা
আমাতেই প্রবহণি?

তারিখ: ১৩.১১.২০২১

কনক লতা

মহীরুহ কয় পরম যতনে
কনক লতারে ডেকে:
হে মোর লতিকা, কোথা হতে এসে,
রয়ে গেলে অনুরাগে?

মোর অঙ্গের প্রতি খাঁজে খাঁজে
তোমার পরশ সতত বিরাজে,
স্বর্ণাভ তব প্রদীপ্ত রেখায়
কী'বা অনুভূতি বাজে!

মোর অঙ্গের শোভা হে লতা,
সারা বনরাজি মাঝে,
হে লতিকা তুমি হয়ে প্রেমিকা,
রবে যাবে বাহুডোরে?

বনের লতা লাজে শিহরণে
কহে: হে পতি আমার,
সদা মোর শুধু যাচা তোমারে,
বক্ষে পড়ে তোমার!

আমি সৃজিত তব পাঁজরে
যেমন আদি-মাতা
সৃজিত আদি পিতার পাঁজরে,
রয়ে গেল সেথা সদা।

তোমার আমার মিলনে, হে পতি
জন্ম শত লতার,
স্বর্ণধারায় গঠিত এ নীড়,
বাঁধনে তরু-লতার।

তারিখ: ২২.০৮.২০২১

চকিতে প্রভাসা

কেন গগনের মেঘাবৃত কোনে
উঁকি দিয়ে যাওয়া চলে?
ক্ষণিকের দেখা, অত:পর একা
দেখা শুধু হিয়াতলে।

কেন আসা-যাওয়া, ক্ষণিকের পাওয়া,
সদা হিয়া মোর জ্বালিয়ে যাওয়া?
কে বাঁধিলো তারে সুদূর আকাশে
না রহিতে মোর সাথে!
সারাটি জনম বিরহবিধুর
রয়ে যাওয়া যাতনাতে!

(মোর) দিবস কাটেনা, রজনী তেমনি
বিরহিত সন্তাপে,
আশা-নিরাশার দোলাচলে মোর
বিচরণ প্রপাতে।

মোর তারে চাওয়া মধ্য গগনে
পাবার তরে সদা জাগরণে,
আকাশের কোনে শুধু ক্ষণে ক্ষণে
কেন ফেরা অকারণে?
এসো হে বধু বক্ষে আমার,
রয়ে যেতে মোর সনে।

প্রাণের মেলায় মিছে এ খেলা,
অপূর্ণতায় সারাটি বেলা,
জনম জনম প্রতীক্ষার পালা,
বিরহ-অনলে জ্বলা,
দূরে না রয়ে কাছে এসো বধু,
জ্বেলে দাও দীপমালা।

নমিত পরানে শোকাবাহনে
কেবলি প্রদাহে ভাসা নিরজনে,
কখন আসিবে, সদা রয়ে যাবে
বাহুডোরে মোর সনে;
না এসে শুধু নিশীথে স্বপনে,
রয়ে যেতে জাগরনে।

রুদ্ধ হৃদয় যাতনা প্রাপনে
সদা রয়ে যায় প্রশু প্রাঙ্গণে,
শর পর শর নিক্ষেপণে
আহত শোনিতবানে।

আকুলে দেখা গগনপ্রান্তে
যেন না মিলাও কভু অজান্তে,
সকলি সহিয়া বিচরা বিলাপে,
আকুলিত দৃকপাতে;
সদা কি রহিবে অধরা স্বপনে
নিভৃতে নিশীথ রাতে?

শোকের দেশে কান্নার খেলা
নীরবে নিভৃতে বওয়া সারাবেলা,
এ হেলা-খেলা ভরা প্রহসনে
বিষাদক্লান্ত প্রাণে;
তোমায় খোঁজা না হবে সারা
প্রাতে-দিনে জাগরণে।

গগনে চকিতে না এসে কেন
নিকুঞ্জে না আসা?
কেন রয়ে যাওয়া নিঠুর প্রাণে-
অপূর্ণ ভালোবাসা!

তারিখ: ২৩.১২.২০২১

চির চেনা

চিরচেনা সেই একটি বারতা
জপে যাওয়া বারবার,
ভালোবাসি, ভালোবাসি তোমারে,
চির চেনা আমার।

অদেখা ছিলে তাই রয়ে গেলে,
কেবলি রইলে হিয়ার অতলে,
সেথা কভু কারো উঁকি না দেয়া,
নিভৃতেই রয়ে যাওয়া;
শুধু মোর প্রাণে রাতের গহীনে
হৃদয়ের গান গাওয়া।

এত গান তব শুনে শুনে যাওয়া,
এত কাছে থাকা, তবু না পাওয়া,
এ ব্যথা কেমনে সয়ে সয়ে যাওয়া,
একা চলা নিরবধি;
তোমাতে অজান্তে তোমাতে গাহনি,
তুমি মোর ভরা নদী!

নাই দেখা, নাই পরশ তোমার,
না পাওয়ার ব্যথা সওয়া বারবার,
জনম বিরহে কেটে গেল মোর
হৃদয় করে আঁধার;
হে আরাধ্য, তোমারি তরে
রচিত অর্ঘ্যধার।

তারিখ: ২৫.০৮.২০২১

চিরায়ত অভিমান

অভিমানে মোর হৃদয় আকুলে,
প্রাণ চায় ডুবে হারাই অতলে,
মহাধারা, মোরে নিবে কি কোলে,
রেখে দিতে চিরকালে?
এত ভালোবাসা তবু হতাশা
নিশীথের অতলে!

মোর গাঁথা মালা পড়ে নিয়ে গলে
সে কেন আর গোপীসনে দোলে?
বাঁধা সে ঝুলনে ছায়াবীথি তলে
মোদের দোঁহার তরে!
আমি রাধিকা জ্বলে পুড়ে ছাই
বিরহিত অন্তরে।

আর তারে মালা না গেঁথে চলা,
প্রাণের কথা তারে না বলা,
তার তরে না হওয়া আকুলা,
এবার চিরবিদায়,
কোনদিন আর না হবে দেখা
কুঞ্জবীথী ছায়।

ধরণীমাতা, না কর দ্বিধা,
মৃত্তিকা তব হোক প্রসারিতা,
আপন বক্ষে লও মোরে টানি
সারা জনমের তরে,
আমাবিহনে কানাই থাকুক
চিরসুখে চিরতরে।

আর যতবার আসা মোর দ্বারে,
নানা ছলনায় ভোলাবার তরে,
মোর দ্বার হলো রুদ্ধ আজিকে
তার তরে চিরতরে,
আর কোনদিন না হবে মিলন
রচিত কুঞ্জনীড়ে।

কভু কোনদিন ধরণী পরে
শত খুঁজে খুঁজে না পাবে মোরে,
ছলনার বানে দীর্ণ হৃদয়,
রাধিকার পরাজয়,
ওগো শ্যাম তুমি আমার ছিলে,
আর কভু মোর নয়।

মিছে গান তুমি সদা গেয়েছিলে:
"তুমি মোর তরে আজন্মকালে"!
কত ছলনায় আকুল সায়রে
ডোবালে অবেলায়,
শ্যামের বাঁশরী কোন নিশীথে
না বাজে যেন হায়!

হেসে রয়ে সদা কী অবিচলে
মোর বিরহিত হৃদয়তলে,
সব ভালোবাসা গান, যা রচিলে
ভাসাতে নয়নজলে,
মোর ছায়া আর না দেখা তোমার
গোকুলের বনতলে!

সব ভালোবাসা মিছে দুরাশা,
অশান্ত প্রাণ হুতাশে ভাসা,
এ কেমন প্রেম কপটতা তলে
ভাসাতে নয়ন জলে?
আমারই কেন বওয়া এ যাতনা,
এমন প্রদাহতলে?

হে তপন, তব প্রবল প্রদাহে
পোড়াও আমারে মরু প্রান্তরে,
সবুজ বনানী, ফাগুন-সমীর
না থাকুক মোর তরে।
আমি ছিলাম, আমি না রইতে চাই
শ্যামের বাহুডোরে।

চির অভিসপ্ত মোর না রওয়া,
ধরণী পরে বিরহ না সওয়া,
আজি হতে আমি অধরা সদা
সবকালে ধরাতলে;
প্রাণের ভাষা কারে না বলা,
আমি হারা চিরকালে।
তারিখ: ১৪.১০.২০২১

চির-প্রতীক্ষিত

চির জনমের সাথী হে আমার
তোমারে ফিরে পাওয়া,
প্রত্যাশা মোর জন্মান্তরের,
প্রার্থনা করে যাওয়া।

আর কারো নীড়ে জীবনের ভীড়ে
না রওয়া যেন সকাল-সাঁঝে,
মোর বাহুডোরে বাঁধা সুনিবিড়ে,
তুমি রবে প্রাণ-মাঝে।
তুমি যে আমার চিরতরে বঁধু,
স্মরিও সকাল সাঁঝে।

সে চলে যে পথে দিবসে রাতে,
মোর রয়ে যাওয়া সদা সে পথে,
আমার কন্ঠে শত রাগিনীতে
তারেই অর্ঘ্য দেওয়া।
সে'যে শুধু মোর আর কারো নয়,
চিরকালে মোর চাওয়া।

তার পথ আমি সাজাবো কুসুমে
যে পথে তার চলা রাতে দিনে,
কাঁটালতা যেন না রয় সে পথে-
কন্টক তুলে নেব,
(আমি) শত দীপাবলী পথে রেখে দিয়ে
পথখানি সাজাবো।

আমারি সে ছিলো শতযুগে যুগে,
রয়ে যাবে আরো শত প্রহরে,
মোর কাননের ফুলে মালা গেঁথে
পড়াবো তাহার গলে,
সে'যে মোর চিরকালের তরে,
আমারই হৃদয়তলে!

আজিকে সে কি চায় মোর পানে,
ব্যাকুলে দৃষ্টি হানি?
কহিলো কি সে: কে গো তুমি সখী?
এত সুখ দিলে আনি!

মোর আনত চোখে কি সে দেখে
কত মায়া পড়ে ঝরে?
আজিকে কি তার স্মরণে আসিলো:
আমি তারই চিরতরে!

শ্রাবণের ধারা অঝোরে ঝরা
কোন এক কালো রাতে,
সে যে মোরে ছেড়ে চলে গেল দূরে,
স্মরিলো কি হিয়াপাতে?

তাই বুঝি আজ বহু প্রতীক্ষিত
সে মহা-লগন এলো,
এক্ষণে সে ফের আমার হলো,
আমাতেই রয়ে গেল।

তারিখ: ১৬.১১.২০২১

অভিসার

(আমি) তখন ছিলাম পুষ্প চয়নে
ললিতে সখীর সনে,
বৃন্দাবনের গোকূলে কাননে
আকুলিত ফাল্গুনে।

ললিতারে কই: সখী হে আমার,
শত ফুলে মালা গাঁথি বার বার,
সবার চেয়ে সুন্দর মালা
পড়াবো কন্ঠে তার,
আরো শত ফুলে অর্ঘ্য দানিবো
শ্রীঅঙ্গে শতবার।

কুঞ্জ বাসরে যমুনার পাড়ে
মোদের মিলন রাতের প্রহরে,
আজিও সেথায় পাইবো তারে
একান্তে নিরজনে,
নিশি অভিসারে আমার কানাই
রয়ে যাবে মোর সনে।

তারিখ: ০৭.০১.২০২৪

উদ্দাম প্রক্ষালন

ভরা ভাদরে তোমার অবারিত প্লাবনে,
দু'কূল ভাঙ্গা সেই না থামা ভাঙ্গনে,
শত লহরিমালার আকুল স্পন্দনের
বিরতিবিহীন আলোড়নে
মোর গাহন তোমার উতল মত্ততায়
উদ্দাম প্রক্ষালনে।

তোমার ধারার তলে ক্ষুব্ধ অনল জ্বেলে
কামনার মহাস্রোতে সুনামি ডেকে নিলে,
আমার অগ্নিগিরি ডেকেছ মহাতলে,
মোর সাড়া যখন তখন
আগুন পাহাড় হয়ে তব সুনামিতে জ্বলে
নেভাতে তোমার দহন।

প্রবল প্রলয় তব স্তিমিত আবশেষে
মোর দর্পিত বিচরণে,
ভরা ভাদরবাহিত সকল যাতনাধার
বিলীন আমার গমনে।

তারিখ: ০২.০১.২০২৩

অসীম প্রবাহে

মহাকাশে হাসে-কাঁদে যত শশী যত তারা,
হিসেব আছে কি তার কতজনা আছে তারা?
আমারও অজানা মোর কত আছে ভালোবাসা
প্রাণ জুড়ে তোমার তরে,
তোমারে হৃদয়ে ধারী আমার ভালোবাসা
তোমারে সতত খুঁজে ফিরে!

তোমার তরে মোর যত আছে প্রেমধার,
পরিমাপ সে প্রেমের কেমন করে পাবার?
ভালোবাসার ভাষা খুঁজে ফিরি নিরবধি
আমার হৃদয়পাড়ে,
আমারে দেখেছ তুমি বোঝনি কি কোনদিন,
কত প্রেম তোমার তরে?

তারিখ: ১৯.১১.২০২১

খুলে রেখো দ্বার

(মোর) হাত দু'টো তুমি ধর হে বন্ধু
সাথী মোর চিরকালে,
হৃদয়খানি রেখো ভালোবেসে
তোমার হৃদয়তলে।

গগনে যত মেঘ বরিষণ,
যত প্রলয় যত মরুর দহন,
প্রবল পবনে যত আলোড়ন
সবকিছু হবো পার,
শুধু তুমি মোরে অন্তরে ধারী
খুলে রেখো তব দ্বার।

বন্ধু আমার চেয়ো বার বার
আমার হৃদয়পানে,
বুঝিও তোমার সকল আসরে
ছিলাম তোমারই গানে।

তোমারে নিয়ে গড়ে তোলা মোর
শত স্বপ্নবাসর,
তোমার তরে গেঁথে চলা মোর
মালিকা জনমভর।

তোমার কাননে ফুল চয়নে
কাঁটার আঘাতে শোনিতবানে,
তবু ফুলডালা ভরি নিরজনে
তোমারে ধারণী প্রাণে,
সান্ধ্য আসরে, রাতের বাসরে
তোমারে অর্ঘ্যদানে।

তারিখ: ২৩.১২.২৩

চিরায়ত আশা

আমার হৃদয় মাঝে সকল দিবসে সাঁঝে
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সুমধুরে
বেজে চলে কথামৃত শুনিতে চাওয়া নিয়ত
সেই গান, সে কথা সে সুরে।

বিকশিত সেই গান শুনে যাওয়া অবিরাম-
'তুমি মোর চিরায়ত আশা',
সে বাণী সদা নুতন, শুনিতে যে চায় মন,
প্রভাসিত মোর ভালোবাসা।

অন্তহীন প্রেমধারে, অবারিত স্রোতধারে
নিয়ত প্রসঞ্জনে,
দিবসে সকাল সাঁঝে প্রবাহিত অনুরাগে
আমি সদা অবগাহনে।

কভু বিবর্ণ না হওয়া, সদা নবরাগে গাওয়া
গান, স্বরলিপি, প্রত্যাশা,
শতবার চেয়ে যাওয়া, সহস্রবার পাওয়া
আশা জাগানিয়া ভালোবাসা।

প্রেমধার পাওয়ার, অপার প্রেম-বিভার
প্রলুব্ধতায় নিরন্তর,
সদা তব অনুরাগে, সকল আনন্দভাগে
সুধাসিক্ত কর অন্তর।

না মিলাও সুদূরে আর ভুবন করি আঁধার,
রহ বঁধু সদা মোর সনে,
আবার শোনাও সে বাণী সব দিবস-রজনী
আমারে প্রকাশে-গোপনে।

অলব্ধ যত বাসনা, অপূর্ণ যত কামনা
পূর্ণ কর প্রেমধারে,
ধারণী বক্ষমাঝে সকল সকাল সাঁঝে,
বরণ করিও সদা মোরে।

তারিখ: ০৭.০১.২০২২

ঝরা কলির আঁখিধার

মোর এ ভুবনে আসা, পরানে তব প্রভাসা,
সুদূর আকাশ-কানন হতে,
তোমার আঁচলতলে রইতে সর্বকালে-
বক্ষে তোমার রয়ে যেতে।

আকাশ কাননে যবে বিধাতা বলেন সবে:
দেখ চেয়ে বসুধাঙ্গনে,
চিনে লও জননী আপন দৃষ্টি হানি,
ব্যাকুলে সে চায় তব পানে।

মা'গো, আমি দেখে তোহে, আকুল সুখপ্রবাহে
এলাম নেমে ধরাতলে,
তুমি যে আমার সে জনা, কত সুখ প্রবাহণা!
রয়ে যেতে তব মায়াজালে।

ত্যাজিলে কেন আমারে, না রেখে স্নেহধারে,
যার তরে ভুবনেতে আসা?
কেন দিলে দূরে ঠেলে? কোন গহীন অতলে?
না দিলে কণিকা ভালোবাসা!

আমার হেথায় আসা, তোমায় ভালোবাসা,
বোঝনি আমারে কোনকালে?
অসীমের সুখ ফেলে আমার এ আসা চলে,
মা'গো, রয়ে যেতে তব কোলে!

মোরে এত অবহেলে পাঠালে ভুবনতলে!
রেখে এলে নিঠুর অতলে?
প্রপাতে কোন বিজনে, শুন্যতা বহা প্রাণে,
চিরকাল ভাসা আঁখিজলে।

তারিখ: ২৮.১০.২০২১

তটিনী আমার

বোশেখী বালুর চরে, বিশুষ্ক প্রান্তরে,
মরুতে মরুতে ঘুরে ফেরা,
কতকাল সুদূরেতে তোমার নদীটি ছেড়ে
তৃষ্ণায় হাহাকারে মরা!

তুমি কি আমারি মত আমার আকাশ যত
খুঁজে ফিরে হাহাকারে রও?
মনে কি পড়ে গো মোরে শতরূপা স্রোতধারে,
পথপানে সতত কি চাও?

তোমার অপার নদী বইছে কি নিরবধি
কেবলি আমারে স্মরে?
তট বিদারী এখনো নাই পাহাড় কোন?
তব চলা শুধু মাথা কুটে?

লক্ষ লহরিমালা রচিত তোমার চলা,
যত জল বওয়া ছল ছল,
এখনো আমার তরে সদা রয় হাহাকারে,
বিরহধারে হৃদয়তল?

সদাই যেমন ছিলে, এখনো রয়ে গেলে?
প্রাণের তটিনী তুমি মোর,
কেবলি আমার তরে তোমার হিয়া বিদারে,
প্রতীক্ষা সে অবগাহনের?

কেন আসা প্রান্তরে মরীচিকা সন্ধানে
ত্যাজিয়া জলধি তোমারে!
প্রশ্ন শুধু নিজেরে অবিরত, বারে বারে,
অভিশাপে কালান্তরে!

তারিখ: ০৩.১২.২০২১

তোমায় দেখার ছলে

তোমায় দেখার ছলে বার বার পথ ভুলে
ফিরে ফিরে আসি তব দ্বারে,
দুপুর সন্ধ্যে হয়, পাখিরা উধাও হয়,
মোর পথ ভুল রয়ে যায়।

ফিরে যাওয়া ঠিকানায়, আপনার কিনারায়
হয়না কভুও মোর সারা,
ফিরে ফিরে আসি সেথা, ভুলের শুরুটি যেথা
দেখাটি যে হয়নি সারা!

যে গাঁয়ের পথ ধরে চলি ফিরিবার ত্বরে
সে পথ কেমনে ফিরে যায়!
সে গাঁয়ের সেই বাটে, সে মেলার সেই হাটে
যে আসরে দেখেছি তোমায়!

কী যাদুর মায়াডোরে বেঁধে রেখেছ মোরে
গোলকধাঁধায় অনুক্ষণ,
কেমনে টুটা এ জাল! এ যে মহা মায়াজাল!
প্রান করে সদা উচাটন।

দিবস বিলীন হয়, পাখীরা নীরব রয়
সবে ধায় নিজ ঠিকানায়,
আমার এ হিয়াতলে সদা ঝড় বয়ে চলে
পায়না বিরাম কভু হায়!

চাই তব বাতায়নে একাকী নিরজনে
জপি যত ভালোবাসা প্রাণে,
সকলি তোমার সনে বিকশিত এক মনে
গেয়ে চলি গান তব নামে।

নিভে যায় সব আলো ভুবন করে কালো,
তব বাতায়নে অমানিশা,
আমার পরান জুড়ে বাজিতেছে একই সুরে
তব লাগি গান-ভালোবাসা।

জানিনা কভু কী হায় একান্তে নিরালায়
অথবা এ জানালা পাশে
দেখিবো তোমার ছায়া, যার লাগি এত মায়া
ভরিয়ে পরানে ভালোবাসা।

তারিখ: ২৩.১০.২০২১

তোমার গানে

রজনী-দিবস আমার হয়ে গেল একাকার,
যে ক্ষণে তোমার পানে চাওয়া,
রবি কি উদিত এক্ষণে? নাকি অস্তাচলপানে,
বিদায়ের গান গেয়ে যাওয়া।

কখনো আসে কি শশী বিলাতে গগনে হাসি?
কোটী তারা উদিত গগনে?
দেখার সময় কোথা? তুমি যে পরানে সদা
বইছ কতনা আলোড়নে!

তব আঁখির প্লাবনে ভাদর আকুল বানে
অপার জলধি বয়ে চলে,
সুনীল-শোভা কেমনে আহরা এমন ক্ষণে?
অবারিত ধার হিয়াতলে!

শ্রাবণের জলধর বয়ে চলা ঝরঝর,
তবু তার পানে না চাওয়া?
তব কালো কুন্তলে কেবলি হারিয়ে যাওয়া,
শুধুই তোমারে যেচে যাওয়া।

বনতলে কলতান, সহস্র বিহঙ্গ গান,
কেমনে তারে শুনে যাওয়া?
তোমার কন্ঠবাণী শত সুধা-প্রবাহিনী,
সে সুর বক্ষে রেখে দেওয়া।

না কোন রাগিনী আর বাজে প্রাণে আমার,
এখন শুধু তোমারে শোনা,
শত-সহস্র প্রহর শুনিতে সুর-লহর,
প্রতীক্ষা-প্রহর শুধু গোনা!

তারিখ: ২৪.১১.২০২১

দৃঢ়সন্ধ

প্রভাতের রাঙ্গা রবি আঁখিতে এঁকেছে ছবি,
ভুবন রাঙ্গাবে আবিরে,
সারা দিনমান জুড়ে সুদূর গগন ঘুরে
বন-প্রান্তর নির্ঝরে।

ছড়াবে উজাড় করে সূধামৃত সব নীড়ে,
প্রেমবারি সারা ভুবনে,
সকল ভুবন জুড়ে বহা সূধামৃতধারে
শুধু সুখধারা কোটীপ্রাণে।

প্রভাতে দিনমণি এসেছে গগনপাড়ে
নির্মল নয়ন মেলে
কত সোহাগে-যতনে সুদূর নিলীমা হতে
প্রেমবারি চায় দিতে ঢেলে!

সময় বইলো যত ঊর্ধ্বে উত্থিত তত
প্রখরতা প্রবলে সেক্ষণে,
প্রভাতের দিবাকর জ্বলে ওঠা খরতর,
দৃঢ়সন্ধে তাকালো ভুবনে।

বোঝা তার হলো সারা, বসুমতি মনোহরা,
অবুঝ নয়নে যবে দেখা,
নয় শুধু ভালোবাসা, নয় প্রেম, ভালো আশা,
আন ছবি ভুবনে আঁকা।

সহস্র শোভাতলে বিদ্বেষ বিচরণে,
মসীলিপ্ত কোটী প্রাণ জুড়ে,
পুন্য প্রতিভূ যত, পাপের কালিমা তত,
দূরীভূত না হওয়া আবিরে।

মধ্য গগনে দাহে ভরালো অনল প্রবাহে,
পোড়ালো বসুধা রুদ্ররোষে,
সেক্ষণেও দিনমণি ফোটালো কুসুমকলি,
বহালো প্রবাহ ভালোবেসে।

তারিখ: ১৩.০৭.২০২১

দ্বিধা

(১)
একই নদীতীরে এপাড়ে ওপাড়ে
দু'নীড়ে মোদের বাস,
ছোট জলধি ছোটে নিরবধি
নাই কোন অবকাশ।

কৃষ্ণচূড়ার আগুনে জ্বলে
আমার এ প্রাঙ্গন,
নানা সাজে নানা রংয়ে বিরাজে
ওপাড়ের অঙ্গন।

এ পাড় হতে তোমারে দেখা,
স্বপ্নের জাল শুধু বুনে যাওয়া,
গিয়ে ও পাড়ে সন্নিকটে
হিয়া মেলা অকপটে
কভু না হলো ফাগুনে, শ্রাবণে,
শুধু দেখা দূর হতে;
তব এলোকেশের মাধুরী পাওয়া
তটিনীর প্রপাতে।

কখনো তোমার মোর পানে হাসা,
নীরবে শিউলিতলে এসে বসা,
ফুলে কলিতে মালা গেঁথে চলা,
কার তরে না জানি;
নীরবে আবার বিলীন হওয়া
সে মালা বিসর্জনি।

(২)
গাঁথা মালার মোর পানে না আসা,
ভাটির টানে প্রবাহে ভাসা,
কারে সে অর্ঘ্য নিরবধি ঢালা
পরান করে উতলা!
সে'তো নই আমি, এটুকুই জানি,
এপাড়ে আমি একেলা।

তোমার গভীরে হৃদয়তলে,
কী ধ্বনি-বাণী সদা বেজে চলে?
না জানা কভুও না কোন ছলে
কভুও না হলো শোনা;
আমি দেখি তোহে আপনার মোহে,
কভুও না হলো চেনা।

মোর অন্তরে তব পদধ্বনি
সদা কেন বেজে চলে?
মাঝখানে নদী বহা নিরবধি
সে কথা কভু না বলে।

ছোট্ট তরণী ঘাটে বাঁধা, জানি
পার হতে এ ছোট প্রবাহিণী,
তবু কভু পার না হওয়া নদী
খুলিতে প্রাণের দ্বার;
তার গগনে যদি বিচরণে
কোন বিহঙ্গ আর!

(৩)
সে কি সে অর্ঘ্য শত ফুলে রচে
সদা মোরে দিয়ে গেল?
আমি যেন আসি গগনে বিভাসি
নিরবধি তা বলে দিলো?

বুঝিতে ফাগুন কত হলো পার,
প্রবাহিত স্রোতধার!
ঘাটের তরী রয় শুধু পড়ে,
নদী না হলেম পার।

শ্রাবণধারে তটিনী-পাড়ে
জল ছলছল প্রবল বানে
সে নীড় কখন অমানিশাতলে
নীরবে ডোবে অতলে!
অবশেষে শুধু শিউলিতলায়
শুন্যতা বয়ে চলে।

এত কাছাকাছি কত দিবস পার
করা মুখোমুখি তোমার আমার,
মাঝখানে নদী বহা নিরবধি
শুধু জল ছলছলে;
কভু সে ধারার ওপাড়ে না যাওয়া
তোমারে পাওয়ার ছলে!

এখন দিনের নীরব প্রহরে
ক্লান্ত ঘুঘু শুধু কেঁদে মরে,
রাতের শিশির নীরবে ঝরে
বিলুপ্ত সে প্রাঙ্গনে;
এখন ফাগুন সমীর বিদারে
শিউলিতে রোদনে।

তারিখ: ১১.০১.২০২১

নিক্ষিপ্ত শর

নিক্ষিপ্ত যত শর, কখনো না ফিরে আর,
মুখের বাণীও তেমন,
বাণী প্রদানিবে যবে, বার বার দেখ ভেবে,
সে কথা কি বলা প্রয়োজন?

আপনারে প্রকাশিতে কেবলি অহমিকায়,
রসনা মেটাতে কি’বা হায়,
নির্বোধ বলে যায়, অন্তিমে ফল পায়,
কর্মে কুকথার স্থান নাই।

প্রাণের জ্বালা মেটাতে কুকথার শরাঘাতে
বিচূর্ণ করা সকল প্রাণ,
তিলে তিলে গড়ে ওঠা, নিবাস দেহের সেথা,
শরাঘাতে সবার অবসান।

তোমার রসনা জ্বালা, অপার গরলে ঢালা,
বুঝে নিলে যবে বলে ফেলা,
কুকথা বলা অযথা না বুঝে যথা-তথা,
বলার তরে কেবলি বলা!

শতবার ভাব মনে, গোলা ছুঁড়া কী কারণে?
যদি ভালোবাসা-প্রেমধার
আসে বেশি প্রয়োজনে সকল সমাধানে,
খুঁজে বেড়ানো যা বারবার।

কথার প্রলেপ মেখে, কতবা রাখবে ঢেকে
অনাচার যত ধরাতলে?
তিরোহিতে অবিচার, কুকর্ম-অনাচার
সুকর্ম রাখ হে লালনে।

তারিখ: ২৯.১০.২০২১

নিপারের অপ্সরা



নিপারের কূলে ঘন বনতলে
ভরা গ্রীষ্মের নিবিড়ে,
তব কুন্তল হলো যে আকুল
সুমেরু-তপ্ত সমীরে।

তখন যে ছিলো ব্যাকুল ভুবন
ভালোবাসার গানে গানে,
সুনীলাক্ষী কেন তব আঁখি
চেয়ে দিগন্তপানে?

কোন বিরহে রওয়া আঁখিধারে,
স্বর্গের অপ্সরা!
কেন বনপাশে আকুল হুতাশে
তোমার রোদনে ফেরা!

ডানা মেলে ওড়ে দিগন্তপাড়ে
শুভ্রতায় মেঘমালা,
মেরু-গ্রীষ্মের বাহিত সমীর
কী আনন্দে বয়ে চলা!

অস্তাচলের রাঙ্গা দিনমণি
রাঙ্গালো তব কপোল,
কুলায়পানে ধায় বিহঙ্গ,
কী মধুর কলরোল!

নিথর ‘ভেনাস’ বিরহিত আশ,
দৃকপাতবিহীন,
কেন নীল পরী, হেথা রও পড়ি
আনন্দ-গানহীন?

একবার শুধু চাও মোর পানে:
সবুজ বনের পাখি-
হেথা মোর আসা তোমারি তরে-
নীল হতে তোহে দেখি।

নীল নয়নের অসীম সাগরে
কেবলি হারিয়ে যেতে,
সোনালি চুলে লুকোচুরি খেলে
বিরহ ভুলিয়ে দিতে।

যত আঁখিধার মুছিয়া আবার
তব বিষন্ন প্রাণে
আনন্দবান প্রবাহিতে ফের
প্রেমধারা প্রবাহণে।

হবে কি আমার প্রাণের দোসর,
নিপারের ভীনদেশী?
আমার বক্ষে বদন লুকিয়ে
বলবে কি “ভালোবাসি”?

তারিখ: ১৫.১১.২০২১

নিরুদ্দিষ্ট

জীবনের পথে অবিরাম খোঁজা
ফের তারে দেখিবার,
যারে সাথে নিয়ে ফাগুনে-শ্রাবণে
মোর পথ চলিবার।

সে যে ছিলো মোর হিয়া করে আলো,
সদা রওয়া মোর সাথে,
আঁধারে-আলোতে, দিবসে-নিশীথে
পথ চলা একই রথে।

ভুবনের পথে চলিতে ফিরিতে,
শত মরুঝড়ে, গহীন রাতে,
আকুল সায়রে ঝঞ্ঝা মাঝারে
মোর হাতে হাত ধরে;

মরু-প্রান্তরে অনল প্রবাহে,
ঘন বনমাঝে কাঁটার প্রদাহে,
সব আনন্দ, সকল বিরহে
আমারে আপন করে।

একদা কেমনে মিলিয়ে যাওয়া
আঁধার গগনপাড়ে?
হৃদয়ের এত কাছে যে ছিলো,
হারালো কিসের তরে!

খুঁজে ফেরা তারে সেক্ষণ হতে
আকুল প্রভাতে নিশীথ রাতে,
বহা সমীরণে সকাল সাঁঝে
ভুবনে-গগনে কোটী তারামাঝে
শুনিতে একটি বাণী:

আগের মতোই ভালোবাস মোরে,
রেখেছ ধরে তব প্রেমধারে,
না ভোলা আমার প্রেমে বিদারি
রওয়া মোরে স্মরণি!

তারিখ: ১৫.০৭.২০২১

নির্লিপ্ত বিচরণ



সুদূরে নিকটে যেথা যত রয়ে গেছে প্রাণ,
যত জলধারা যেথা সদা প্রবাহমান,
সুনীল গগন, মেঘ, প্রান্তর, কানন,
ঝর্ণা সদা প্রবাহমান;
সবকিছু চেয়ে দেখা নির্লিপ্তে একা একা
মেলে দিয়ে আপন নয়ান।

নির্লিপ্ত ঈগল আমি বিরাজি একাকী ভবে,
নি:স্ব-রিক্ত মোর প্রাণ,
আমার কোঠরে শুধু আমি একা একা রই,
সুর-কথাহীন মোর গান।

আমার ভুবনজুড়ে কভুও না ফাল্গুনে,
কোন বসন্ত সমীরণে
ফোটে না কুসুমকলি, গায় না বিহঙ্গ-অলি,
কখনো পাখি না কলতানে।

শ্রাবণধারে অঝোরে হিয়া না কুহরে মোর,
আনন্দ-ব্যথা কোন না আছে জুড়ে অন্তর,
উচ্ছসিত প্রাণ, তা কেমন কভু না জানা,
কোনদিন মোর না দেখা;
বিরহ-যাতনা যত, নদ্ধ বাসনা শত
বিরহিত – আমি শুধু একা।

সুখ বা দু:খের যেথা রয়েছে যত বিধান,
ভালোবাসা-প্রীতি আর যত মান-অভিমান,
ফাগুনের গান আর ভাদরবাহিত বান
দেখেনি কভুও মোর প্রাণ;
শুনিনি কভুও তা, না দেখা কখনো তা;
নির্লিপ্ততায় সদা বহমান।

সুউচ্চ গিরি-চূড়ে একাকী আমার বাস,
আপনারে নিয়ে মোর আপন গড়া নিবাস,
নি:স্ব-রিক্ত আমি কভু না সিক্ততায়,
শুষ্ক দহিত মোর প্রাণ;
একাকী উড়ি-ফিরি, একাকী বিচরণি,
একা গাহি নিজ জয়গান।

অনাদরে বিজনেতে মরে পড়ে রই একা,
যবে আগ্রাসে মরণ,
একা রই, একা সই, সদা একা বোঝা বই,
একাকী আমার বিচরণ।

কোনদিন কেউ এসে ফোঁটা অশ্রু না ফেলে,
কেউই না স্মরে মোরে, চিরতরে চলে গেলে,
দিবসের দিবাকর তেমনি জানি প্রভাসে,
সারাদিন সুনীলে হাসে;
নি:স্ব একাকী এক ঈগলের প্রস্থানে
কারো কিছু না যায় আসে!

তারিখ: ৩১.১২.২০২১

নীল পরী



রাতের নিবিড়ে যখন পৃথিবী ঘুমের তলে
আকাশপানে চাই দৃষ্টি প্রসারিত করে,
শতকোটী তারা মাঝে খুঁজে পেতে চাই তারে,
ছিলো যে আমার বাহুডোরে।

সে ছিলো আমার পরী, অজান্তে গেল উড়ি,
ত্যাজিলো সকল প্রেমবারি,
আমার অর্ঘ্যধার রুধেনি তার দুয়ার,
গাঁথা মালা, প্রেম, সব ছাড়ি।

সে রাতে বাতায়নে এসেছিলো তারে নিতে
অমোঘ নিয়তি দূর হতে,
মুদিত নয়নে তার চলে যাওয়া দুর্নিবার,
রেখে মোরে অতল প্রপাতে।

যাবার কালে বিরলে বাহুডোরে জড়াইলে
অঝোরে আঁখির শ্রাবণে
গাইলে সে গানখানি, সারা জনমের বাণী:
তুমি ছিলে-আছ মোর সনে।

বলেছ মুদিত চোখে হৃদয়েতে সুধা মেখে
তুমি মোর সেই নীল পরী,
জ্বলে যাবে অসীমে অনন্তকালভর
মোর তরে বক্ষ বিদারি।

শুধু চেয়ো মোর পানে তোমার রাতের গানে
সকল শ্রাবণে - ফাল্গুনে,
কালবোশেখীর ঝড়ে, মহাজল স্রোতধারে,
ভালোবেসে আঁধার গগনে।

সেথায় অনেক দূরে আলোকবর্ষপাড়ে
আমি চেয়ে আছি তবপানে
সহস্র যুগের তলে, তবসনে কথা বলে,
তোমারে ধারণী মোর প্রাণে!

সে হতে সতত মোর প্রতীক্ষা নিরন্তর,
কখন গগনে প্রভাসিত-
আমার নীল তারা, আমার ভালোবাসা,
আঁধার গগনে অবিরত।

সাঁঝের প্রদীপ না জ্বেলে, তাকানো দু' নয়ন মেলে
একান্তে সারা নিশি বসি,
অপলকে চেয়ে দেখা তোমারে কেবলি একা,
নীল তারা, তোমারে ভালোবাসি।

তুমিও তেমনি চেয়ে কত কথা যাও বলে,
কারোরই না বোঝা কোনকালে,
আমার জানা সে ভাষা, তোমার ভালোবাসা,
আকুলে কুহরা হিয়াতলে!

তারিখ: ২০.১২.২০২১

পরিসমাপ্তি



তোমার কন্ঠে পড়ানোর ছলে
গেঁথে চলা শত মালা,
প্রতি প্রভাতে চয়নিতে ফুল
সওয়া কন্টক-জ্বালা।

কী বলা চেয়ে তব মুখপানে?
আরো কাছে, কানে কানে?
সে কথা জপা কত শতবার
নিভৃতে আপন মনে।

রচা কথামালা ছন্দে-সুরে,
প্রলম্বিত রাগে-গানে,
আরো গান শত রচিবো ভাসাতে
তোমারে প্রেমের বানে।

কত শত ফুল মোর কাননে
হলো চয়নিত ভরা ফাল্গুনে,
আরো কত শত চয়নি চলিবো
ভালোবাসি তোহে প্রাণে,
আরো ভালোবাসার কথা রচিবো
ভেসে যেতে প্রেমবানে।

সবি করে যাওয়া আশা-দোলাচলে,
আসা যদি নিভৃতে,
রয়ে যেতে সাথে দিবসে-সাঁঝে
প্রভাতে নিশুতি-রাতে!

শত জনমের প্রতীক্ষাবসানে
তোমারে খুঁজিয়া পাওয়া,
তোমারি তরে বসে অধীরে
পথপানে চেয়ে রওয়া।

ওই বুঝি এলো প্রাণ করে আলো
মোর সাধনার জন!
আলোতে-আঁধারে প্রতীক্ষা নীড়ে,
হিয়াজুড়ে আলোড়ন।

চমকি চাওয়া বাতায়নে-দ্বারে,
যবে পাতা সরসরে,
আকুলে চাওয়া এ পানে সে পানে,
যবে বন মর্মরে।

ফাগুন সমীর বয়ে চলে যায়
কোথা কোন অজানায়,
ধেয়ে আসে ওই কালবোশেখী
প্রতীক্ষার ঠিকানায়।

বার বার মোর সাজানো বাসর
ভাঙ্গে বৈশাখী ঝড়ে,
প্রতি শ্রাবণে প্রতীক্ষার গানে
হৃদয় কুহরে মরে।

ফাগুনে ফাগুনে বৃথা গানে গানে
রওয়া শত অপ্রাপ্তি,
সহস্র মালার কাঁটার জ্বালায়
প্রতীক্ষার সমাপ্তি।

তারিখ: ৩০.১১.২০২১

পাথারে

হে মহাত্রাতা, তুমি তো আমার
ছিলে সহায় সবকালে,
দিবসে-রাতে, সকল প্রভাতে
উদয়ে-অস্তাচলে।

সকল ঋতুতে, বসন্তে-শীতে,
আমার চলার সকল পথে,
ছিলে সাথী মোর রইতে সাথে
দিবসে-নিশীথ রাতে।

আজি কেন এ গোধূলিবেলায়
রবির কনক আলোক প্রভায়,
হঠাৎ আঁধার নীলিমা ভেদিয়া,
ভুবন আঁধারিমায়?

ত্যাজিলে কী মোরে আকুল পাথারে?
অশান্ত জলধিতে?
কনক আভা বিলীন করিয়া
ভাঙ্গা তরী প্রবাহিতে?

বিঘ্নতা কেন এমন লগনে
যবে মোর চলা তোমারই গানে?
মোর প্রাণে, প্রভু প্রশান্তিবারি
বহালে না কোন ছলে?
আমারে কেন ত্যাজিলে প্রভু,
রেখে গেলে অবহেলে?

তারিখ: ১৪.১০.২০২১

প্রথম প্রেম



বেঁধেছি স্বপনে মোর বাহুডোরে:
প্রতীক্ষার অবসান!
ছিলে সদা তুমি অন্তরে মোর
সদা রবে বহমান।

কত তিতিক্ষা স্মৃতিপটে আঁকা,
মেঘেতে গগন ঢাকা,
বনপাশে বসে, চেয়ে আকাশে
ছবি যবে না দেখা।

তুমি এলে প্রাণে ফাগুন প্রভাতে,
যে বেলা নয়ন মেলা,
ভুবন সাজানো শত নবরাগে,
আমার ফাগুনবেলা।

নব বসন্তে মোর হিয়াতলে
কত সাড়া জাগালে!
সারাটি প্রহর আমারে গাইলে,
প্রেমধারে ভাসালে।

সে ক্ষণে কি তানে বেজেছে সানাই,
মোদের সে ভুবনে?
তুমি যে আমার নব বসন্তের
ভ্রমর আমার প্রাণে!

হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত
কেবলি তোমারি তরে,
এত অবগাহন প্রাণে প্রাণে, তবু
পরান কভু না ভরে!

ক্ষণিকের তরে না দেখা, যেন
সারা জনম আঁধারেতে,
বিরহ রাগিনী বাজা অবিরত,
স্রোতধারা আঁখিপাতে।

আকুল ফাগুনে বাহিত আগুনে
অনুরাগে শুধু জ্বলা,
তখনো অজানা, এ প্রবাহণা
ভরা ফাগুনের খেলা।

বসন্ত শেষে বোশেখী অনলে
বোশেখীর ছোবল,
ধ্বংশলীলায় ধসিলো সকলি,
হিয়ামাঝে শোকরোল।

তুমি উড়ে গেলে ভরা নিশিকালে
মেঘের অন্তরালে,
নব বসন্তের প্রথম প্রেমের
সমাপ্তি কি টেনে দিলে?

অত:পর শত ব্যাকুলতা প্রাণে
মোরে বনপাশে টানে,
যেখানে তুমি আকাশে বিলীন
কোন অজানার পানে!

কালবোশেখীর রুদ্রপ্রবাহে
ধ্বংশলীলার মাঝে
মোর খুঁজে ফেরা তব প্রেমধারা
প্রভাতে দিবসে সাঁঝে।

কভু বুঝি দেখা তব মুখছবি
কালো জলধরে আঁকা,
অনলদাহে বোশেখী প্রবাহে
তব হাসিটুকু দেখা।

শ্রাবণে, আষাঢ়ে, ঝর ঝর ধারে
প্রাণ তোমায় খুঁজে ফিরে,
সে আকুলধারে তুমি কোথা সখা?
নাই ভাদর-স্রোতধারে।

হারানো প্রথম প্রেম হয়ে তুমি
রয়ে গেলে মোর প্রাণে,
জীবনের তরে হৃদয়তলে,
রয়ে যাবে মোর সনে!

তারিখ: ০৪.১১.২০২১

প্রপাতে



তোমার কাহিনী হতে দূরে অজানা প্রপাতে
প্রহেলিকা-বানে পড়া ঝরে,
সে প্রপাতে চেয়ে দেখা, সেথায় যে আমি একা,
প্রতীক্ষ্য না কেউ মোর তরে!

কোথায় সুনীল গগন, যে পানে যখন-তখন
মোদের আবেশে চেয়ে থাকা?
পাখীর উড়ে চলা, মেঘের কথা বলা,
দু'জনার আঁখি মেলে দেখা?

তখন আমার জীবন, আমার সকল ভুবন
আছিলো কেবলি তোমাময়,
হৃদয়ের বন্ধনে দোঁহার তরে দু'জনে,
আমাদের কতনা প্রণয়!

প্রভাত-দিবস-গোধূলি, সাঁঝের দীপাবলী-
সারাক্ষণ চলা একসাথে,
অপার আবেশে প্রাণে উথলিত প্রেমবানে
সোহাগ-মিলন নিশিরাতে।

শ্রাবণঘন রজনী, প্রবাহিত দিনমণি,
শশী-তারা জ্বলা অগনন,
ওরা সকলে মিলে দেখিতো নয়ন মেলে
আমাদের প্রেমের গাহন।

মোদের যত প্রভাত, যতনা নিশীথ রাত-
গাঁথা মালা কুসুমে সাজানো,
সে মালা শুকালো হায়! সুনীল আঁধারিমায়,
দিকে দিকে আঁধার ঘনালো।

প্রবল ঝটিকাধারে পরান কেঁদে ফিরে,
কোথা নীড়! বাঁধা সুনিবিড়ে?
বিলীন প্রপাতে সবই, তুমি-আমি দুই প্রান্তে
জনম জনম আঁখিধারে।

প্রতীক্ষা মোদের এ ক্ষণে বিরহবিধুর প্রাণে
সে মিলন ফিরে পাবার,
বিরতিবিহীন দিন, রজনী অন্তহীন,
রচিতে কাহিনী আরবার!

তারিখ: ২২.১১.২০২১



প্রতীত আঁধার



কতনা শ্রাবণধার রজনী অন্ধকার
কেবলি তোমার তরে আমার করা পার,
তমসাঘন ভুবনে, সব হতাশার মাঝে,
লহরিমালায় শুধু ভাসা-
পুরণ করে নিতে প্রাণের সুপ্ত আশা-
পাওয়ার তরে ভালোবাসা।

আজিকে ভুবনের এই প্রান্তে আসি
দেখা তব নীড়ে চলে দীপাবলী বিভাসি
তব প্রাঙ্গণজুড়ে আলোক রাশি রাশি,
তুমি শুধু সেথা নাই হায়,
সকল দুয়ার বদ্ধ, সকল প্রকৃতি স্তব্ধ,
বাতায়ন শুধু আলো-ছায়!

এত পথ পার হয়ে আজিকে হেথায় আসা,
গরলপ্রবাহধারে কতকাল শুধু ভাসা!
প্রবল ঘনঘটায় প্লাবনধারায় সব
বিঘ্ন বাধা অপসারি;
আলোক রাশি রাশি সারা প্রাঙ্গণজুড়ে,
শুধু নীড়ে আঁধার ঘিরে।

তুমি কি আমারে হায় দেখিলেনা হেথায়?
তোমার প্রাঙ্গণে আমি প্রতীক্ষ্য যেথায়?
বাধার পাহাড় তবে লঙ্ঘা কি বৃথা হায়,
তবপানে আসার তরে?
তুমিতো রয়ে গেলে তেমনি অধরা আজো
আমার প্রাণের ওপাড়ে।

জ্বলিত শিখার মাঝে আলোকমালায়
নীড় কেন রয়ে যায় আঁধারিমায়?
তোমার ভুবনে তাই ত্রস্তে চলে আসা
হৃদয় করে উতলা;
রুদ্ধ দ্বারের ওপাড়ে আঁধারের মাঝে আজ
তুমিও কি রয়ে বিহ্বলা!

নিজেরে প্রশান্ত করে যত আছে শোকভার
বয়ে চলি অন্তরে সহস্রকোটিবার;
তোমার প্রাণে আমার যত ভালোবাসাধার
বহালো না কোন সুধাবারি?
এতকাল ধরে মোর শত বিঘ্ন সরানো
বৃথা কি বক্ষ বিদারী!

প্রাঙ্গণের পাড়ে শত প্রজ্জ্বলিত শিখা নয়,
তোমার চাহনিটুকু সেইতো হৃদয়ময়
আলোক ছড়ালো মোর সারা অন্তরজুড়ে
সরাতে বিঘ্ন শত শত;
বাধার পাহাড় কত পার হয়ে যাওয়া মোর
তোমারই তরে নিয়ত।

দূর করে হিয়ামাঝে যত প্রতীত আঁধার,
খোল গো আজি তোমার সকল বদ্ধ দ্বার;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখায় আঁধার করে পার
আমার এ বক্ষে এসো;
যেমন সেদিন মোর প্রাণে আগমন তব,
তেমনি প্রাণে বিভাস।

তারিখ: ১৬.০১.২০২২

মুক্তিযোদ্ধা



মরণের দ্বার হতে ফিরেছে সে কতবার
হিসেব করার মতো সময় ছিলোনা তার,
সমুখ সমরে সে গিয়েছে শতবার
নরকে পাঠাতে জানোয়ার,
একটি প্রতিজ্ঞা, স্বাধীন বাংলাদেশ,
লাল সবুজের পতাকার!

জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে প্রতিদিন
যুদ্ধে ছিলো সে নির্লিপ্ত ভীতিহীন,
যতবার মরণ এসেছে আলিঙ্গনে,
বলেছে: আয়রে মরণ,
পরাজিত করে তোরে পাঠাবো চিরতরে
ফিরে পেতে নুতন জীবন।

অভিজিৎ ছিলো তার হেভি মেশিনগানার,
জামাল ছিলো দলের মূল মাইন ফিটার,
আবুলের কাজ ছিলো খবর দেয়া নেয়ার,
ছিলো আরো ছাব্বিশজন,
তিরিশজনের দলের পনের ফিরেছে ঘরে,
আর সবে দিয়েছে জীবন!

চিরতরে পঙ্গু হলো যে তিনজন,
তাদের মাঝে ছিলো দৌড়বিদ অঞ্জন,
কলেজ স্প্রিন্টে প্রথম হতো সে প্রতিবার,
যুদ্ধশেষে হুইল চেয়ার,
স্প্রিন্টে যাওয়া তার জীবনে হয়নি আর,
বীর সেনা স্বাধীনতার।

স্বাধীনতার তরে জীবন অকাতরে
দান করে স্বাধীনতা দিয়েছে জনতারে,
হাত-পা হারিয়ে এসে হয়নি আশাহত,
স্বাধীন প্রজন্ম যাবে হেসে,
প্রাণের ভাষা নিয়ে পতাকা উড়িয়ে দিয়ে
মুক্ত স্বাধীন এ দেশে।

তারিখ: ২৬.০৩.২০২৪



আত্মহনন



আত্মহনন মোর নিয়তি জনমভর,
নিজেরে হত্যা করে চলেছি শত প্রহর,
গরলিত স্রোতধারে গাহন বারে বারে,
আবার পুনর্জনম,
আমার হননে যদি সুখের পায়রা ওড়ে,
কেন নয় আত্মহনন?

প্রতিটি আত্মাহুতি প্রদীপ জ্বালায় নিতি,
দেহ মোর পুড়ে পুড়ে হয় প্রদীপ ভাতি,
নিশীথের অন্ধকারে আমার আলোকধারে
কত সুখ বয় শত প্রাণে!
ফিনিক্স পাখির মত নিজেরে পুড়িয়ে যাই,
ফিরে আসি নবজীবনে।

শীতল বারিতে যবে স্নিগ্ধতায় কোটি প্রাণ,
গরল সায়রে তখন আমি বিলীয়মান,
সুখের কাননে যবে পাখির কলতান,
আমি দহ্যমান পুড়ে যেতে,
শীতের রাতে যবে সুখের আবেশে সবে,
আত্মহনন বহ্নিতে।

শীতের প্রান্তে আমি স্তুপীকৃত পোড়া ছাই,
পড়ে থাকা জীর্ণ ভূমিতে,
চৈত্র দহনে আমি পবন শীতলতার
দহনজ্বালা নেভাতে।

সবুজ তরুর বেশে কাননের পাদদেশে
উত্থান আমার ধরণীরে ভালোবেসে,
প্রভাত হতে নিশীথে সুখধার বহাতে
আমার সকল আয়োজন,
নিজেরে উজাড় করে অনলদাহে পুড়ে
আমার আত্মহনন।

যদি কণাটুকু সুখ কারো সে হননে মোর,
রেখো মোরে তার সে প্রাণে,
সেটুকু প্রাপ্তি মোর নিরবধি জ্বলে পুড়ে,
দহনে, গরল গাহনে।

তারিখ: ০৫.০১.২০২৫



অশ্রু তোমার যত ফুল হোক অবিরত



আমার দু:খগুলো দু:খ হয়ে রয়ে যাক
সারাটি জনম মোর ভাগে,
হৃদয়ের মাঝখানে শোকের প্লাবনে সুর
তুলুক তোমার অনুরাগে।

সে সুর লহরিধার প্রাণের মাঝে তোমার
ফাগুন বহাক শতবার
অশ্রু তোমার যত ফুল হোক অবিরত
সুখের মালিকা রচিবার।

শোকের দীর্ঘশ্বাসে তোমার আকাশে যদি
প্রলয় প্রবলে বয়ে যায়,
ঘনঘটা কালো যদি অঝোরধারেতে ঝরে
শোকের সমুদ্র বহায় –

তখন তোমার সব দু:খ পরিতাপ,
তোমারে পাগল করা যত শোক সন্তাপ
তোমার প্রাণের যত না পাওয়ার অনুতাপ
আমার হৃদয়ে নিবো গেঁথে,
শোকের শোনিতধারে সুখের জলদ গড়ে
আনন্দধারা বহাতে।

শোকের সাগরে মোর সুখের তরী তোমার
পাল তুলে ভেসে যাক না জেনে ব্যথাভার,
পাড়ি দিয়ে যাক কালো দু:খের পারাবার
ওপাড়ে সুখের পাহাড়ে,
আমার সাগরে থাক অনন্ত দু:খভার,
তুমি চলে যাও নির্বিকারে!

তারিখ: ১৩.০৬.২০২৪

কভু না এলে আমার ঝিলে



আমার ঝিলের পাড়ে কত পাখি ডাক পাড়ে,
সবাই সারা প্রহর খুঁজে ফিরে শুধু মোরে,
সবার কন্ঠধ্বনি শুনে যাই বারে বারে,
তুমি শুধু নাই সেখানে,
সুদূরে নিজের নীলে উড়িছ ডানা মেলে
না এসে আমার গগনে।

সবাই যখন মোর এত কাছাকাছি এসে
বলে যায় মোরে ভালোবাসে,
মোর প্রাঙ্গনে যবে ওদের যাওয়া আসা
একটু প্রেমের প্রত্যাশে-

সেক্ষণে তোমার কেন রয়ে যাওয়া দূর পাড়ে
আমার চোখের আড়ালে!
একটিবারের তরে আমার সনে না এসে
রয়ে গেলে অন্তরালে!

তবু মোর দূর হতে অবিরত চেয়ে রওয়া,
সকল কাজের মাঝে শুধুই তোমারে খোঁজা,
তোমারে পাওয়ার তরে হৃদয় কুহরে মরা,
এ কেমন সুখের যাতনা!
জানি গো তুমি আমার জীবনের শতধার-
আমার অধরা বাসনা।

সুদূর হতে কেবলি তাকাও নিশীথকালে
যখন তোমারে স্মরে তাকাই গগনভালে,
সেথায় খুঁজে মরি তোমার প্রতিকৃতি,
এঁকে দিই মোর ছবিখানি,
নির্ঘুম রজনীতে তুমিও সে গগনেতে
তাকিয়ে খুঁজিছ মোরে, জানি।

এ কেমন ভালোবাসা হৃদয়মাঝে প্রভাসা,
গভীর পরশনে কোনদিনও না আসা,
অন্তর্যামী হয়ে আমার সকলি জানা,
তবু মোর কাছে না এসে
দূরের সায়র হতে আমার তটিনী দেখা,
দেহ না জুড়ানো পরশে!

তারিখ: ১০.০৬.২০২৪

শেষের গান

শেষের গানটি মনে রেখো,
হয়তো হয়নি শেষ, রয়ে গেছে অবশেষ,
প্রাণের পানে চেয়ে দেখ,
শেষ গানের কলি হৃদয়ে সাজিয়ে নিয়ে
আমারে পরানে ধরে রেখো;
মোর শেষের গানটি মনে রেখো।

সেথায় সাজানো কথা ছন্দে-রাগিনীতে বলে
দিয়ে যাবে সেই বারতা,
যে বাণী বক্ষে ধরে রেখেছি সারা জনম,
তিতিক্ষু প্রাণের নীরবতা!

স্তব্ধতার মাঝে কত কথা সদা বাজে
অনুভূতির আড়ালে প্রান্ত্য হৃদয়মাঝে
শত রূপে শত ভাবে জীবনের প্রতি পলে
শিহরণ গভীরতার,
আমি শেষের সে রাগিনীতে শিহর সাজিয়ে দিয়ে
বলেছি তোমারে যা বলার,
তুমি প্রাণের পানে চেয়ে বার বার ফিরে ফিরে
শুনে নিও কাহিনী আবার।

তারিখ: ০৮.১১.২০২৪

গাছেরা কথা বলে



গাছেরা নীরবে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেনা,
ওরা আপন ভাষায় কথা বলে,
প্রোথিত-শিকড়ে ভূমে স্তব্ধ থাকেনা গাছ,
আপন গতিতে পথ চলে।

ওদেরও দু:খ আছে, সুখ-সন্তাপ আছে,
রয়েছে প্রীতি-ভালোবাসা,
সুখের পরশে গাছ শিহরে কুহরে মরে,
বুকে নিয়ে শত প্রত্যাশা।

বসুধা মাতার কোলে পাতায়-শাখায়-ফুলে
বসন্ত সমীরণে তরু-লতা যায় দুলে,
নীরবে রাতের তলে দীর্ঘশ্বাসে ভরে তোলে
নিঝুম আঁধার বনতল,
ওদের শিরার শত সুপ্ত অনুভূতি
শিশিরে ঝরায় আঁখিজল।

গাছেরে বোঝার তরে বনতলে যাও রয়ে,
ওদের মনের ভাষা একান্তে লও শিখে,
বৃক্ষ-লতার পানে ভালোবেসে চেয়ে চেয়ে
প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে দাও,
সেই দীপের শিখায় অন্তর দেখে নিয়ে
প্রেমের পরশ দিয়ে যাও।

শাখা-পল্লবে ওরা তোমারে জড়িয়ে ধরে
শত গান শুনিয়ে যাবে,
তোমারে ভালোবেসে প্রাণের স্পন্দনে
ওদের কাহিনী শোনাবে।
তারিখ: ০৭.০১.২০২৫

যান্ত্রিকতার ভুবনে

জীবন আমায় তুমি পুরোনো সে ছবিখানি
পারবে কি কভু দিতে এনে?
যেথায় মাতৃকোলে অবুঝ শিশু আমি
মায়েরে রেখেছি কাছে টেনে?

যদি এ ভুবনে সদা ইতিহাস ফিরে আসে,
এখন এবেলা কেন কারোরই না থাকা পাশে,
কেন একেলা মোর কেটে যায় সারাবেলা,
সবে রয় দূর পরবাসে?
মোর শূণ্য নীড়ে কলকাকলি না ফিরে,
মোর পানে না আসা হেসে?

একদা মোদের নীড়ে কত মানুষের ভীড়ে
মোদের কাটানো সারাবেলা,
বৃদ্ধ প্রপিতামহ, প্রৌঢ় পিতামহ,
পিতা-মাতা শিশুর মেলা।

এ গৃহ ছিলো সবার একান্ত আপনার,
হেথায় একসাথে সবারই রয়ে যাবার,
আনন্দ বিরহ যত ভাগ করে নেবার,
যেমন এ ভুবন সবার,
কোথায় সে মানুষগুলো, যারা ভালোবেসে গেল?
কেন তারা ফিরে না আবার!

সবার আলাদা বাড়ি, পৃথক সবার গাড়ি,
কারো বা দু:খে দারিদ্র্যে জীবন পাড়ি,
কারো মাথার পরে মুক্ত গগন শুধু,
ভিন্নতায় সবার পথচলা,
যন্ত্রের মত সবার হেথা সেথা আনাগোনা,
যান্ত্রিকতা সারাবেলা!

তারিখ: ১৬.০৬.২০২৪

তোমারে তুমি চিনে নাও

ভুবনজুড়ে আছে অযুত লক্ষ প্রাণ,
মহাবিধাতার কাছে সবাই জেনো সমান,
ভালো কি’বা মন্দ তা কর্মে প্রকাশিত,
ধন-মান বর্ণে কভু নয়,
সবাই ভুবনে এলো নি:স্ব-বস্ত্রহীন,
দুর্বল চরম অসহায়।

যখন মাতৃকোলে যতনে আঁচলতলে
নির্মলতার মাঝে অবুঝ চাহনী মেলে,
সারা পৃথিবীর শত পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে
কলুষতাহীন রয়ে যায়,
ধনী-দরিদ্র তাতে কিইবা আসে যায়?
আদরে সোহাগে সিক্ততায়।

অবুঝ বিমল প্রাণ সময়ে বিকাশমান
বিরাজে সমাজে হয়ে মানব সুমহান,
দয়ার্দ্র প্রাণে সে করে কর্ম মহান,
সে মানব সদা দীপ্তিমান,
শত সহস্রকালে সমাজে বিরাজে সে,
সকল কর্ম-অবদান।

আরো কোটি প্রাণ হায় পঙ্কিলতায় ডুবে যায়,
সময়ের পরিক্রমায় নি:স্বতার সীমানায়,
ভুবনজুড়ে ওরা বিভেদ শুধু ছড়ায়,
অশান্তি অনাসৃষ্টি বহায়,
কারো অকালে মরণ, কারোরে ত্রাসে স্মরণ,
দুষ্কর্মে ভুবন কালিমায়!

নির্মলতা হতে কুটীলতা নয় দূরে,
পাপহীনতা হতে মহত্ত্ব আরো কাছে,
পঙ্কিলতা কি’বা মহানুভবতা সে’তো
মানব তুমি নিলে বেছে,
পবিত্র প্রাণ হয়ে পৃথিবীতে নেমে এলে,
যা কিছু মহান নিও যেচে।

তারিখ: ০৯.০১.২০২৫

সীমার মাঝে অসীমতায়

তারিখ: ১৭.০১.২০২৫

দেহ কি প্রাণের পিঞ্জর?
দেহবিনে কি প্রাণ না করে অবস্থান!
প্রাণ সে'তো অবিনশ্বর,
দেহের সমাপ্তিতে প্রাণের না সমাপন,
অসীমে পরান রয়ে যায়,
খাঁচাটি জীর্ণতায় যখন ধ্বংশ হয়,
প্রাণ রয় অসীমতায়।

তোমার তুমি, সে'তো নয় যে মূর্ততায়,
পৃথিবীর পথ ধরে কিছুকাল হেঁটে যায়,
জলে স্থলে গগনেতে বিচরে ভিন্নতায়,
আবদ্ধ গোলক সীমানায়,
সীমার মাঝে তুমি অসীমেরে ধরে আছ
অজান্তে আপন গরিমায়।

বিশাল তোমারে যদি পার কভু নিতে চিনে
ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যতকাল বিচরণে
তখন ভুবনে কিছু তোমারে কভু না টানে
আবদ্ধ হৃদয় মুক্তি চায়,
মহাকালের পথে মহাশক্তির সাথে
বিমূর্ততায় মিলিয়ে যায়।

ক্ষুদ্র গগনমাঝে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাজে
বিরাজে দেহখানি ক্ষুদ্র কাজের মাঝে,
সেথা পরাজিত প্রাণ ক্রন্দনে প্রাতে-সাঁঝে,
বদ্ধতায় ধসে প্রপাতে,
ক্ষুদ্র পিঞ্জরে তার সতত রয়ে যাওয়া
হাহাকারে-অনুতাপে।

মহান রচনা ভবে রচিত হয় যবে,
মুক্ত উদারতায় প্রাণ যখন মহানুভবে,
জীবনের পরিসর প্রসারিত হয়ে যবে
মুক্ত করে প্রাণের দ্বার,
সেক্ষণে সে প্রাণের অসীমতার অঙ্গনে
বিচরা সহস্র কোটিবার!

তারিখ: ১৭.০১.২৫

শুধুই তোমার তুমি

একাকী আগমন,
একা প্রত্যাগমন,
একা পথে পথে বিচরণ,
একাকীত্বের মাঝে অনেক সমাগম
অনেক প্রাণের বিচরণ।

হাত ধরে কারো চলা,
প্রাণের কথা বলা,
ভালোবেসে কারো নয়নের জল ফেলা,
হৃদয়ের বন্ধনে বেঁধে নিতে চাওয়া
ক্ষণিকের ভুবনপরে,
যখন সাঙ্গ খেলা, প্রত্যাবর্তন একেলা,
কখনো অশ্রু তব তরে।

অনেক কথামালা,
বহু অন্তর্জালা,
তোমারে সাজিয়ে দিয়ে বিদায় রথে তোলা,
তোমারে তোমারই নীড়ে রাখার কথা বলা,
দেহ রাখা মাটির তলে,
অথবা পুড়িয়ে ফেলা,
অতলে ফেলে দেয়া,
পথচলা তোমাবিহনে।

দীনহীন অসহায় এসেছিলে হেথায়,
আগমন কি তোমার তোমারই বাসনায়?
আবার ফিরে যাওয়া অজানা ঠিকানায়
তেমনি একাকী দীনহীন,
তেমনি নি:সম্বল,
প্রান্তিক-হীনবল,
দেহ স্থির-শূণ্য-প্রাণহীন।

ভুবনের শত পথে তোমারে সঙ্গ দিতে
এসেছে কত প্রাণ সতত তোমার সাথে!
তখনও তোমার মাঝে একাকী তুমিই ছিলে
হৃদয়ের অন্ত:স্থলে,
সেথায় কারোরই না প্রবেশ কোনকালে;
নিজের কাহিনী রচে গেলে।

তারিখ: ২২.০৭.২০২৪

শুধুই তোমারে খুঁজে পাই



আমি তো তোমারই পাশে আছি,
মোদের রচিত বনে ফাগুনের আলাপনে
শত সুরে গেয়ে চলেছি,
বোশেখী প্রলয়ে বন যতবার এলামেলো,
আবার দু'জনা গড়েছি,
শুধু তোমারই আমি রয়ে গেছি।

জীবনের যত পথ যেদিক পানেই ধায়,
সকল বাঁকের শেষে তোমারেই খুঁজে পায়,
আমার স্রোতধারে যত লহরিমালা
তোমার তরঙ্গে মিশে যায়,
আকাশে আকাশে মোর যত মেঘ-বরিষণ
তোমার কাননে ঝরে যায়।

প্রাণের কথাগুলো কতবার বলে যাওয়া!
সকল কথার মাঝে দু'জনারে খুঁজে পাওয়া,
যতবার সুধাভারে নিষিক্ত মোদের হিয়া,
নুতন কাহিনী রচে যাওয়া,
তোমার আমার মাঝে প্রাণের বাঁধনে মোদের
ভুবনে স্বর্গ গড়ে নেওয়া!

তারিখ: ২০.০৬.২০২৪

সকল ঋতুতে ভালোবাসি



আমার ভালোবাসার নেই কোন দিনক্ষণ,
ভালোবাসি যখন তখন,
অনুভূতিরা মোর প্রতীক্ষা করেনা কভু,
বহমান প্রাণে সারাক্ষণ।

তোমারে দেখি - না দেখি, কিবা আসে যায় তাতে!
তোমার কাহিনী যে লিখা আমার হিয়াপাতে,
সে পানে তাকাই আর তোমারে দেখে যাই,
আরো পূর্ণতায় চাই পেতে,
শুধু ফাল্গুনে নয়, চৈত্রে-বোশেখে নয়,
সারাক্ষণ তুমি মোর সাথে।

ভালোবাসি, ভালোবাসি, কতবার বলে যাওয়া,
জপিত সে কথামালা, তোমারে যত না পাওয়া,
এ কথা সবারে বলি হৃদয় দিয়ে মেলি,
প্রাণের মাঝে যে ব্যাকুলতা!
কেমনে নীরবে রয়ে এ পুলক সয়ে যাওয়া!
এ যে মোর প্রাণের বারতা!

দিনক্ষণ গুনে তুমি হিসেব করে যাও,
শ্রাবণ-ফাগুন দেখে ভালোবেসে যেতে চাও,
শ্রাবণী, চৈতী বা ফাল্গুনী বেছে নাও
আমারে শোনাবে বলে,
আমার ভালোবাসা সকল ঋতুর মাঝে
বয়ে চলে হৃদয়তলে।

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৪

অসীম প্রবাহে

মহাকাশে হাসে-কাঁদে যত শশী যত তারা,
হিসেব আছে কি তার কতজনা আছে তারা?
আমারও অজানা মোর কত আছে ভালোবাসা
প্রাণ জুড়ে তোমার তরে,
তোমারে হৃদয়ে ধারী আমার ভালোবাসা
তোমারে সতত খুঁজে ফিরে!

তোমার তরে মোর যত আছে প্রেমধার,
পরিমাপ সে প্রেমের কেমন করে পাবার?
ভালোবাসার ভাষা খুঁজে ফিরি নিরবধি
আমার হৃদয়পাড়ে,
আমারে দেখেছ তুমি বোঝনি কি কোনদিন,
কত প্রেম তোমার তরে?

তারিখ: ১৯.১১.২০২১

হেমন্ত



হেমন্তের পরশে ভুবন পুলকিত
কনক আভা দিকে দিকে,
সোনার থালায় শত সম্ভার নিয়ে রবি
অর্ঘ্য ছড়ায় ভুলোকে।

অবারিত ভূমি আজ ফসলে আবৃত হলো,
ফসল কাটার ধুম দিকে দিকে শুরু হলো,
ভাটিয়ালির সুরে আনন্দ কলতানে
ভুবন আকুল হলো,
চাষির মুখে হাসি, বাজে রাখালের বাঁশি,
আঙ্গিনায় খড় গোছালো।

শীতের আগমনী হেমন্ত গেয়ে যায়,
হিমালয়ের বাতাস শীতলতা বহায়,
বনে-প্রান্তরে-গ্রামে, নদীতে-শহরেতে
নবান্ন আজি সমাগত,
সোনালি ঋতু, তুমি এসেছ সুখ বয়ে,
জানাই তোমারে স্বাগত।

তারিখ: ১৪.১১.২০২৪

তিলোত্তমা



আমার প্রাণের মাঝে যত আছে ভালোবাসা,
হৃদয়পটে আঁকা যত আছে ভালো আশা,
সকলি জড়ো করে কতনা যতনে আমি
রচেছি তোমারে অনুপমা,
আমার প্রাণের সব অর্ঘ্যে লালিত তুমি
কাঙ্খিত তিলোত্তমা।

কত বসন্তে কত শ্রাবণ বরিষধারে,
কত হেমন্তে, কত কালবোশেখী ঝড়ে,
চৈতী হাহাকারে আলোড়িত বালুচরে,
পাষাণ পাহাড়ে নির্ঝরে,
হিম শীতলতায় মৌনতার চূড়ায়
তুমি ছিলে হৃদয়জুড়ে।

তোমারে রচিতে মোর কেটেছে শত প্রহর,
শত যোজন পথের প্রান্ত্য পরিক্রমণ,
ভুবনের সব প্রান্তে আমার অবতরণ
আহরিতে তব আভরণ,
মহাকাশে প্রজ্জ্বলিত সকল শিখা হলো
তোমার অঙ্গভুষণ।

তারকা-রবি-শশী, সুনীলের সব হাসি,
ওষ্ঠে-কপোলে-ভালে তোমার দিলাম আনি,
সব সুন্দর হতে সুন্দরতম নিয়ে
তনুতে দিলাম স্থাপনি।
সুললিত কন্ঠে সুরের লহরিতে
তুমি হলে সুর প্রবাহিনী।

আজিকে পূর্ণতায় বিকশিতা তুমি,
হে মোর মোহিনী অনুপমা,
তোমারে রচে মোর তোমারই তরে বাস,
তুমি মোর তিলোত্তমা।

তারিখ: ০২.০১.২০২৪

